

দেশের প্রতি আপনার কর্তব্য পালন করুন
চীনা পন্য এবং পরিষেবা বর্জন করুন।



আমি সীমান্তে চীনকে ঢুকতে দেব না
তুমি বাজারে চীনকে ঢুকতে দিওনা।

চীনের চ্যালেঞ্জ এবং আমাদের কর্তব্য

স্বদেশী গ্রহণ—বিদেশী বর্জণ
দেশ হবে সমৃদ্ধ, বাড়বে রোজগার

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ
রাষ্ট্রীয় স্বদেশী সুরক্ষা অভিযান (পঃ বঃ)

স্বদেশী গ্রহন করে সমৃদ্ধি আনুন

এই সময়ে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত গতিতে বর্ধিত এক অর্থব্যবস্থা। প্রায় ৭.১ শতাংশ বার্ষিক বৃদ্ধি হারে বর্ধিত বিশ্বের ২০০ দেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। তবুও রোজগারের তেমন বৃদ্ধি হচ্ছে না। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্য শিক্ষাব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও চাকরি পাওয়া যাচ্ছে না। অল্প শিক্ষিতদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না কাজের ব্যাপারে—এর কারণ কী? এর বড় কারন হল আমরা তৈরী করা দ্রব্যাদি কিনছি। এর মাধ্যমে এখানকার শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চীনসহ সারা দুনিয়ায় তৈরী জিনিষপত্র আমাদের দেশীয় বাজারে পৌঁছোচ্ছে আর আমরা কখনও সস্তার অজুহাতে, কখনও দ্রব্যের চমক দেখে, আবার কখনও বিজ্ঞাপনের চমকে বিদেশী বস্তু কিনছি। এতে বিদেশী কোম্পানীগুলোর বাড়-বাড়ন্ত হচ্ছে। আমাদের দেশের কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে চাকরিতে ছাঁটাই হচ্ছে, নতুন কিছু আর হচ্ছে না। পরিণামে অর্থব্যবস্থা ভালো হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র বেকারত্ব বজায় আছে।

বিশেষতঃ চীন জেনেশুনে নিজের চাষীদের কাছ থেকে সস্তায় জমি কেড়ে, মজুরদের কম মজুরী দিয়ে, অতিরিক্ত শ্রমের বিনিময়ে, বেশি পরিমানে ভর্তুকি দিয়ে, পরিবেশ নষ্ট করে দেশের সবচেয়ে নিকৃষ্ট বস্তু ভারতীয় বাজারে ঠেলে দিচ্ছে। চীন প্রতিবৎসর কোটি কোটি টাকা ভারত থেকে আয় করে তার বিনিময়ে ভারতের সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করছে? চীন পাকিস্তানকে পুরোদমে সাহায্য করছে যার ফলে পাকিস্তান এদেশে সন্ত্রাশের মাধ্যমে নিরীহ লোকদের হত্যা করে ভারতকে সমস্যায় ফেলে দিচ্ছে। ১৯৬২ সালের যুদ্ধের মাধ্যমে ৪৩,০০০ বর্গ কিমি ভূমি দখল করেও এখন অরুণাচল প্রদেশের ৯০,০০০ বর্গ কিমি. জমি দখল করতে চাইছে। রোজই প্রায় সে দেশের সৈনিক ভারতীয় সীমা অতিক্রম করছে। আমরা কি তাহলে আমাদের দেশের অর্থ চীনকে দিয়ে আমাদের সীমা ও সেনাদের বিপন্ন করছি না তো?—একটু ভেবে দেখবেন।

চীনা দ্রব্য বর্জনের ১০ সূত্রী কারণ

১। আমাদের দেশের সঙ্গে ১৯০টি দেশের বাণিজ্য চলে, কিন্তু এদের মধ্যে চীন-ই সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। এর মধ্যে ভারত থেকে চীনে ৯ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি হয়। আর চীন থেকে আমদানি হয় ৬১.৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সামগ্রী। অর্থাৎ বাণিজ্যিক ঘাটতি হলো ৫২.৮ বিলিয়ন ডলার, টাকার অঙ্কে এই ঘাটতি ৩,৫৮,২০০ বিলিয়ান টাকা।

২। আমাদের যত বাণিজ্য ঘাটতি হয় তার ৪৪%-ই হলো চীনের সঙ্গে। যদি পেট্রল আমদানির খরচ পৃথক রাখা যায় (যা চীন থেকে আসে না) তবে এই ঘাটতি ৬০%-র ওপর।

৩। অধিকমাত্রায় ভরতুকি দিয়ে, সেখানকার কৃষক, মজদুরদের শোষণ করে, পরিবেশ দূষণ করে, দ্রব্যের গুণগত মান উপেক্ষা করে সস্তায় অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে কম দামে ভারতে মাল রপ্তানি করছে চীন।

৪। এর মাধ্যমে আমাদের দেশের কর্মসংস্থান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বন্ধ হয়ে গত পনেরো বছরে লক্ষ লক্ষ চাকরি চলে গেছে। আমাদের এই কর্মসংস্থান ফেরৎ আনতে হবে।

৫। আমাদের বাণিজ্যে বাধা দেবার কারণেই চীন NSG-তে আমাদের প্রবেশ করতে দিচ্ছে না।

৬। পাকিস্তানে সন্ত্রসবাদ প্রসারের লক্ষ্যে চীন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন মঞ্চে সাহায্য করে যাচ্ছে। আমরা যদি সিন্ধু জলচুক্তির সমীক্ষা করি, তবে চীন ভারতের ব্রহ্মপুত্র নদীর জল বন্ধ করে দিচ্ছে।

৭। রাশিয়া ও পাকিস্তানকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের পড়শী মিত্রদেশ আফগানিস্তানে পুনরায় তালিবানি জঙ্গি দাঁড় করাচ্ছে। জৈশ-এ-মহম্মদের প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ আজাহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

৮। ১৯৬২ সালে আমাদের ৪৩ হাজার বর্গ কি.মি. জমি দখল করে নিয়েছে। তখন সময়ে ৩০০০ জন ভারতীয় জওয়ান শহিদ হয়েছেন।

৯। বর্তমানে অরুণাচল সহ ৯০ হাজার বর্গ কি.মি. জমি তাদের বলে দাবি করছে। প্রায় প্রতিদিন চীনা সৈনিক বে-আইনিভাবে আমাদের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ছে।

১০। চীন সর্বদা আমাদের চারদিকে ঘিরে ধরতে আমাদের পড়শী দেশকে আমাদের বিরুদ্ধে উস্‌কে দিচ্ছে। ভারতের বিরোধিতা সত্ত্বেও পাকিস্তানে ৩১২০ বিলিয়ন টাকায় এক চীন-পাক আর্থিক করিডর তৈরি করছে।

চীনের চ্যালেঞ্জ এবং আমাদের কর্তব্য

—সতীশ কুমার

প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতা,

আগে আমরা স্বদেশী আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করব। গত বছর দীপাবলীতে সমগ্র ভারতে এক স্বতঃস্ফুর্ত স্বদেশী আন্দোলন দেখা গেল—দেশ জুড়ে সমস্ত তরফে চীনা বস্তু বর্জন। দেশ কেবল দেখল-ই না বরং অনুভবও করল। এই আন্দোলন শুধুমাত্র স্বদেশী বস্তু ব্যবহার ও চীনা সামগ্রী বর্জনের আহ্বানই করল না বরং ভারতের সমস্ত নাগরিকের চিন্তা ও মন যে এক ও অভিন্ন তারও প্রমাণ মিলল। হরিয়ানা থেকে তামিলনাড়ু সারা দেশের যুবমানস একই চিন্তা ও ভাবনায় একত্রিত। চারদিকে একই ভাবনা। বিগত দিনে তামিলনাড়ুর ত্রিচি শহরের এক বড় বিশ্ববিদ্যালয় 'ভারতীদাসমে' যেতে হয়েছিল। এরা হিন্দি না বুঝলেও চীনা সামগ্রী বর্জনের বিষয়ে উত্তরভারতের মতো ১৫০ ছাত্র হাত তুলে সমর্থন জানায়। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সব ক্ষেত্রেই এই বিশেষ বিষয়ে সারা ভারত এককাট্টা। আমি ভারতের সব প্রদেশে লোকেদের সঙ্গে কথা বলেছি, কারণ চীনা বস্তু ক্রয় না করার আন্দোলনে স্বদেশী সরাসরি যুক্ত। দিল্লিতে কথা বলেছি, ঝাড়খণ্ডের লোকজনের সঙ্গেও কথা বলেছি, এমনকি পাঞ্জাব, গুজরাটেও কেবল লোকেদের সঙ্গে আলোচনা হয়নি, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতেও এ নিয়ে আলোচনা চলছে। কেবল এই

বিষয়ে-ই নয় সংবাদমাধ্যমেও এ বিষয়ে তদন্ত রিপোর্ট বেরিয়েছে। টাইমস্ অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত তথ্য অনুসারে সারা দেশে এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে চীনা বস্তু ক্রয়ে ২০ থেকে ৭০ শতাংশ নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। দ্য নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দৈনিক ভাস্কর, দৈনিক জাগরণ প্রভৃতি সংবাদপত্রেও এরূপ সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। CAIT (Cofedration of All India Traders)-র সবাই এই কথাই বলছেন। চীনা বস্তু ব্যবহারের বিপক্ষে এই আন্দোলন সারা ভারতে যেভাবে স্বীকৃত হয়েছে তার সঙ্গে তুলনা একমাত্র চলে গান্ধীজীর স্বদেশী আন্দোলনের। যদিও ওই সময়ে আজকের মত আন্দোলনের রেটিং ছিল না, তথাপি বলা চলে আম জনতার যেরূপ ভাবনা সেই সময়ে ছিল আজও একই প্রকার ভাবনা তাদের মধ্যে রয়েছে।

স্বদেশী জাগরণ এবং এর আবশ্যকতা

এই স্বদেশী আন্দোলনে সারা ভারত অভিন্ন মত পোষণ করেছে। স্বদেশী আন্দোলনে চীনা সামগ্রী বয়কট বিষয়ে যে সাফল্য এসেছে এর কারণ কী? স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা শুরু এই অভিযানের লক্ষ্য আরও অন্য কিছু। এর অন্য আরও কারণ রয়েছে। কোনও আন্দোলন এমনি এমনি-ই সংঘটিত হয় না—এর পেছনে আর্থিক, সামাজিক সুরক্ষার মতো অনেক কিছু কারণ থাকে। স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ তো এইরূপ বিষয় লাগাতার কয়েক বছর ধরে কাজ করে চলেছে। জনজোয়ার এই বছর-ই উঠেছে। এর একটা বড় কারণ হলো—উড়ি সেক্টরে সন্ত্রাসবাদী ঘটনার পরে চীনা সরকারের যে বক্তব্য এসেছে এবং যেভাবে চীন ও পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে সমর্থন দিয়েছে তাতে চীনের ভারতের প্রতি মনোভাব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এন এস জি-তে ভারতের যোগদানের বিষয়ে প্রথম থেকেই বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে চীন। এতে চীন বা পাকিস্তানের কারোরই ক্ষতি হওয়ার কোনও কারণ নেই। চীনের এই বিরোধী মনোভাবের জন্য জনগণের মধ্যে যে নেতিবাচক মনোভাব ছিল তা গণ আন্দোলনের চেহারা নেয়। ভারত ও চীনের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ প্রভূত ক্ষতি, অনেক বড় আর্থিক সঙ্কট।

সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া আমাদের সঙ্গে চীনের ব্যাণিজ্যিক অবস্থান

কেমন? বর্তমানে ভারতের সঙ্গে মোট ১৯০টি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ রয়েছে। ভারতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরে ৬৪০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয় এবং এর মধ্যে ২৬১.১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি হয় এবং চীন থেকে ভারত আমদানিকরে ৩৭৯.৬ বিলিয়ন ডলার সামগ্রী। ২০১৫–১৬ সালে ভারতের মোট বাণিজ্যিক ঘাটতি ছিল ১১৮.৫ বিলিয়ন ডলার। ক্ষতির কারণ আমাদের জানতে হবে। প্রতি বছর এই ক্ষতি কেন হচ্ছে আর এই ক্ষতির পরিমাণ প্রতি বছর কেন-ই বা বাড়ছে। কারণ পূর্ববর্তী সরকারের মত বর্তমান সরকার একই নীতি নিয়ে চলেছে। বাণিজ্য করা হয় লাভের জন্য। তবুও সরকারি এমন কী নীতি রয়েছে যার জন্য প্রতিবছর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারত মার খাচ্ছে ও ক্ষতি বাড়ছে? আমাদের ৬৪০ বিলিয়ন আমদানি—রপ্তাণি বাণিজ্যে আমাদের ১১৮.৫ বিলিয়ন ডলার ঘাটতি হচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিষয় হল বর্তমান সরকার বাণিজ্য নীতিতে বড়শড় কোনও বদল ঘটাতে পারে নি। রপ্তানি বাড়ায় কোন লক্ষণ নেই। চীনা আমদানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাল্ব কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এরফলে বেকারত্ব বেড়েই যাচ্ছে।

আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় আমদানি হল খনিজ তেল। যাকে সার্বজনিকভাবে ক্রুড অয়েল বলা হয়। বর্তমানে খনিজ তেলের দাম বেশ কম। ব্যারেল প্রতি প্রায় ৪২ লক্ষ ডলার। ভারতের বেশী আমদানি হয় এই ক্রুড অয়েল যা মোট আমদানির ২৬ শতাংশ। এই ২৬ শতাংশ আমদানিতে চীনের কোনও অংশীদারিত্ব নেই। এই তেল উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে আসে। রাশিয়া, আফ্রিকা, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে আসে। অর্থাৎ তেল আমদানি হয় চীন ছাড়া অন্য দেশ থেকে। তবুও চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক লোকসান ৫২.৮ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ মোট ঘাটতির প্রায় ৪৪ শতাংশ। ২০১৫—১৬ সালে চীনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য হয়েছিল মোট ৭১.৬ বিলিয়ন ডলার আর এর মধ্যে চীন থেকে দেশে এসেছিল ৬১.৮ বিলিয়ন ডলারের বস্তু এবং এদেশ থেকে চীন নিয়েছিল মাত্র ৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সামগ্রী। আর এর মধ্যে বেশীর ভাগ অংশ-ই ছিল কাঁচা মাল। এই কাঁচামালের মধ্যে আবার ৫২ শতাংশ ছিল কাঁচা লোহা, তামা ও কার্পাস তুলা। আমাদের এখানে যে তথ্য পেশ করা হল তা ভারত সরকারের বাণিজ্য দপ্তরের দেওয়া তথ্য। আমাদের যে

আন্দোলন হচ্ছে তার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এই পরিসংখ্যান দেওয়া হল। আর দেশের জন্য এই আন্দোলন কেন জরুরি তা বোঝানোর জন্য। এর মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার বাণিজ্যিক ভারসাম্য কতটা অসাম্য। আমাদের বাণিজ্যিক ঘাটতি-ই চীনের সঙ্গে ৪৪ শতাংশ। কাঁচা তেল আমদানির খরচ যদি মোট ঘাটতি থেকে পৃথক করি তবে আমরা দেখব চীনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক ঘাটতি এসে দাঁড়াচ্ছে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ। বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে বড় ট্রেড পার্টনার হল চীন। দুনম্বরে রয়েছে আমেরিকা, জাপানের স্থান রয়েছে পঞ্চদশ স্থানে। আর আমাদের বাজার এখন সম্পূর্ন চীন-নির্ভর। চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক ঘাটতি যদি টাকায় রূপান্তর করি তবে তা এসে দাঁড়াচ্ছে বার্ষিক ৩৫৫৬ বিলিয়ন টাকায়। অর্থাৎ আমরা বছর বছর চীনকে এত বিপুল অর্থ উপহার দিচ্ছি।

যদি আমাদের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান হতো তাহলেও সারা দেশের চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। জাপান আন্তর্জাতিকস্তরে আমাদের মিত্র দেশ। যদি আমাদের এত বিপুল বাণিজ্যিক ঘাটতি জাপান বা রাশিয়ার সঙ্গে হতো তবেও আমাদের চিন্তার প্রয়োজন হতো । আর চীনের সঙ্গে আমাদের কুটনৈতিক সম্পর্ক ও সুরক্ষা চিন্তা অন্য রকমের। অনেক বড় সমস্যা। এই দুই কারন সহ ঐতিহাসিক কারণেও আন্তজাতিক স্তরে যে পরিস্থিতি রয়েছে তাতেও চিন্তার প্রয়োজন আছে।

চীন থেকে আমদানিকৃত ইলেকট্রনিক্স বস্তু-ই-আসে ১৯.৮ বিলিয়ন ডলার (২৮ শতাংশ) এবং মেশিনাদি ১০.৬ বিলিয়ন ডলার।

স্বদেশী রোজগার চাই

বর্তমানে আমাদের দেশে আর্থিক বিষয়ের মত সবচেয়ে বড় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি ঘোরানোর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে যুবকদের এই কারণে আমরা দেখছি চীনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক ঘাটতি প্রচুর বেড়ে গেছে। ফলস্বরূপ, আমাদের উৎপাদন শিল্প খাদের কিনারে এসে গেছে আর বন্ধের জোগাড় হয়েছে। এরফলে আমাদের দেশে উৎপাদিত বস্তু আমদানি করতে হচ্ছে। উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় আয় বা রোজগার কমছে। বিগত ১৬–১৭ বছরে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের চলে গেছে। এই চাকরি এখানেই সম্ভব হত যদি চীন থেকে

আমদানি করা বস্তু না কিনে এখানে তা বানাতম। আমরা উপসাগরীয় দেশ, ইউরোপে বা আমেরিকা থেকে যে সব সামগ্রী আমদানি করছি তা যে কোনও মূল্যে কম করতে হবে।

চীনা দ্রব্যের কারণে দেশের রোজগার বিপন্ন

সস্তা চীনা বস্তু সর্বচেয়ে বড় বিপদ ঘটিয়েছে আমাদের কর্মসংস্থানে। ২০০০ সালের পূর্বে খেলনা শিল্প দেশের বড় শিল্প ছিল, কিন্তু চীনা খেলনা আমদানির ফলে এই উদ্যোগের বিনাশ ঘটেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের রুজি হারিয়েছে। ধীরে ধীরে আলিগড়ের তালাশিল্প, পানিপথের দড়ি-কম্বল শিল্প, আম্বালায় মিক্সি অথবা জলন্ধরের খেলনা শিল্প প্রভৃতি শিল্পগুলো চীনা বস্তুর প্রভাবে খুব দ্রতলয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে খুব দ্রুত মানুষ তাদের রোজগার হারিয়েছে বা হারাচ্ছে। শিবকাশীর বাজি কারখানা বলুন কিংবা সুরাতের শাড়ি শিল্পই হোক, গুজরাটের টাইল শিল্প অথবা কানপুরের চর্মশিল্প বলুন, ফিরোজাবাদের কাঁচ শিল্প বা লুধিয়ানায় সাইকেল শিল্প—সব গত ১৫–১৮ বছরের মধ্যে চীনা সস্তা মালের প্রভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। আর এসব শিল্পের মালিকরা রাতারাতি ট্রেডার হয়ে সস্তার চীনা মাল বাজারে বিক্রি করছে। এই মালিকশ্রেণী চীনা বস্তু সস্তায় বেচে তাদের উপার্জন তো বজায় রেখেছে কিন্তু এইসব শিল্পে কর্মরত শ্রমিকেরা কাজ হারিয়ে ছোট-খাটো কাজ করে কষ্টে তাদের সংসার চালাচ্ছে।

যদি আমাদের রপ্তানি বাড়ে তো এখানে উৎপাদন বাড়বে। এর সরাসরি প্রভাব কর্মসংস্থানে পড়বে। এখন ভারত সরকারের যে রিপোর্ট হাতে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে প্রতিবছর এদেশে ১.১৫ কোটি কর্মসংস্থান চাই। যত যুবক বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরুচ্ছে তাদের সকলের জন্য কাজ নেই। বর্তমানে এদেশে বেকার যুবকের সংখ্যা বেশি। যদিও আমাদের বড় সৌভাগ্য হল এদেশ যুবপ্রজন্মের দেশ। বিশ্বে ২০০ দেশের (১৫—৩৫ বছর) মোট যুবকদের ৬০ শতাংশ যুবক এদেশে বাস করে। জাপান, ইউরোপ, চীনের লোকজন বুড়ো হচ্ছে। কিন্তু ভারত-ই কেবল যুব দেশ। আজ থেকে ১২—১৫ সাল আগেও আমাদের ধারণা ছিল ভারত এক জনবহুল দেশ। ওই সময়ে

পরিবার নিয়োজনে বিশেষ ভাতা ও কার্যক্রম হত আর ১৯৭৫ সালের আপৎকালীন স্থিতিতে জোরজবরদস্তিতে বহু মানুষ নির্বীজকরন করা হলেও সেই সময়কার স্বদেশীচিন্তনরা বলতেন ভারতের তরুনরা ভারতের সমস্যা নয়। দেশের যুবকরাই দেশের সম্পদ, শক্তি ও সম্বল। যদি আমরা যুবকদের হাতে কাজ দিতে না পারি তো এটা তাদের কোনও দোষ নয়। তরুনদের হাতে কাজ দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। বর্তমানেও আমাদের দেশের রোজগারের মুখ্য অংশ হল চাষ-আবাদ। দেশের ৬৫ শতাংশ মানুষ কৃষি নির্ভর। তরুণদের চাকরি দেওয়া আমাদের প্রধান কর্তব্য। বর্তমানে দেশে ৫০ শতাংশ কাজের সুযোগ তৈরি হলেও তা যথেষ্ট নয়। রোজগার বৃদ্ধিতে চাই উৎপাদন শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি। ভারতে কেবল ক্রেতা আর উপভোক্ত তৈরি হচ্ছে। আর এটা হবে না। দীপাবলীতে এর প্রয়োগ আমরা দেখেছি আর হাতে নাতে এর ফল পেয়েছি। এটা আরো এগিয়ে নিয়ে গেলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সাফল্য আসবে এবং অনেক লাভ হবে।

ভারত এবং চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ঃ সুরক্ষা সঙ্কট

যদিও চীনের বস্তু সস্তা কিন্তু এই সমস্ত বস্তুর গুণগত বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত খারাপ। এইসব বস্তু শীঘ্রই খারাপ হয়ে যায়। চীনা সামগ্রী সস্তা হোক বা না হোক, গুণগত মান খারাপ হোক বা না হোক চীনা বস্তু আমরা কিনব না। চীনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক ক্ষতি কেবল আর্থিক ক্ষতি নয়। এইসব জিনিস আমাদের জওয়ানদের জন্য, আমাদের সীমান্তের জন্য এবং আমাদের দেশের জন্য বিপদ এবং বড়সর চ্যালেঞ্জ। কারণ চীনের প্রতিরক্ষা বাজেট ভারতের ৫ গুণ। আমাদের প্রতিরক্ষা বাজেট বার্ষিক ৪০ বিলিয়ন ডলারের কম হলেও চীনের প্রতিরক্ষা বাজেট ২০০ বিলিয়ন ডলার। চীনের অর্থনীতি ১১ বিলিয়ন ডলারের আর আমাদের ২.৩ বিলিয়ন ডলার। আজ আমেরিকার পর দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থনীতি চীনের-ই। জাপান তৃতীয়, তারপর জার্মানি এবং ভারতে স্থান পঞ্চমে। ভারতের এই স্থিতি অত্যন্ত সাম্প্রতিক, নইলে ভারতের অর্থব্যবস্থা এতদিন সপ্তম স্থানে ছিল।

চীন ভারতকে আন্তর্জাতিক স্তরে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না। ভারতের

আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নয়ন ঠেকাতে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে সুতোয় নাতায়। পাকিস্তানের এক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জৈশ-এ-মহম্মদ। এর প্রধান হল মাসুদ আজহার। সে পাঠানকোটে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালায় এবং গত সেপ্টেম্বরে উড়িতে যে হামলা চালায় তাতে আমাদের ১৯ সেনা শহিদ হন। এইসব হামলার পিছনে মাসুদ আজাহার। ভারত ফোনের ভয়েশ রেকর্ড সহ এই ঘটনার নিখুঁত প্রমাণ পেশ করেছে। এর ওপর ইউনাইটেড নেশনস্-এর সিকিউরিটি কাউনসিল অন টেররইজম-এ ভারত এইসব সন্ত্রাসবাদী তথা এদের সংগঠন জৈশ-এ-মহম্মদের মত সংগঠনকে আতঙ্কবাদী ঘোষণা করার প্রস্তাব দেয়। ওই কাউন্সিলে ১৫ দেশের মধ্যে ১৪টি দেশ এই প্রস্তাবে সায় দিলেও চীন এই নিয়ে বার বার ছ'বার এই প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধাচারণ করে। অর্থাৎ চীন খোলাখুলি এক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের এবং তার প্রধানকে লাগাতার সমর্থন করে চলেছে। এখানেই ব্যাপারটা থেমে নেই। নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার গ্রুপ (NSG)-র বিশ্বে ৪৭ দেশ রয়েছে সদস্য হিসেবে। ওই গ্রুপের ভারত সদস্য হলে চীন বা পাকিস্তানের কোনও ক্ষতি নেই। ভারত যদি NSG-র সদস্য হয়ে যায়, তবে ওইসব দেশের নিউক্লিয়ার সামগ্রী যা সবচেয়ে ভাল তা বেচতে বা কিনতে কোনও অনুমতি লাগবে না। ভারতের এই সুবিধা পাওয়ার কথা। এর সঙ্গে যুদ্ধের কোনও বিষয় জড়িয়ে নেই। কেবল এর বাণিজ্যিক প্রভাব রয়েছে। এর প্রভাবে চীনের কোনও লোকসান নেই। দুনিয়ার ৪৭ দেশের মধ্যে ৩৯ দেশ যার মধ্যে আমেরিকা শামিল তৎসর অন্য ইউরোপিয়ান দেশও যুক্ত যারা সমর্থন দিয়েছে কেননা ভারত এর জন্য উপযুক্ত রাষ্ট্র। তবুও অন্য ছয় দেশের সঙ্গে যোগ দিয়ে এ ব্যাপারে বাধা দিল চীন। শুধু এতটাই নয়, প্রতিটি মঞ্চে যেখানে মনে হচ্ছে ভারতের প্রস্তাব পাশ হয়ে যাবে সেখানেই চীন তার বিশেষ প্রদত্ত ক্ষমতা ভিটো প্রয়োগ করে দিচ্ছে। বার বার বাধা দিচ্ছে।

ভারতের সমস্যা তৈরি করা এবং পাকিস্তানের জঙ্গিবাদকে সমর্থন করা চীনের এক অঘোষিত নীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আরেক উদাহরণ দেখুন ১৮ই সেপ্টেম্বরে উড়িতে হামলা হল আর আমাদের সেনা ২৮শে সেপ্টেম্বরে সার্জিকাল স্ট্রাইক করল। আমাদের সেনা পাকিস্তানে গিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের মারল। ভারত ১৯৫৬ সালের সিন্ধু জল চুক্তি নিয়ে বৈঠক করে। ভারত তো

শুধু এটুকু-ই বলেছে যে, পাকিস্তান যদি সন্ত্রাস হামলা বন্ধ না করে তবে আমরা জল বন্ধ করার বিষয়ে ভাবব। কিন্তু এর চার দিনের মধ্যে চীন ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী জেকোবা-র জল বন্ধ করে দেয়। চীনের বার্তা পরিষ্কার যে, ভারত যদি পাকিস্তানে সিন্ধুর জল বন্ধ করে দেয় তবে ব্রহ্মপুত্র নদ যার উৎপত্তিস্থল চীন-অধিকৃত মানসসরোবর তার জল সরবরাহ বন্ধ করে পূর্বোত্তর রাজ্যসমূহে খরা সৃষ্টি করবে।

চীনের বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ ঃ অত্যন্ত ভয়ানক

চীনের এরূপ আচরণ কেবল ভারতের সঙ্গেই নয় বরং অন্য বড় অর্থনীতির সঙ্গেও এরূপ আচরণ করছে। জাপানের সঙ্গে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ভারতের থেকেও খারাপ। আমাদের সঙ্গে তো চীনের সীমানার সম্পর্ক রয়েছে, জাপানের সঙ্গে এইরূপ সম্পর্ক না থাকলেও জাপানের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক মধুর নয়।

জাপানের সঙ্গে সেনকাকু দ্বীপ নিয়ে চীনের ঝগড়া। কেবল ৭ বর্গমাইল সমুদ্রের মধ্যে ভূখণ্ড। এখানে কোনও জনবসতি নেই। এখানে জাপান কেবল জাহাজের দিশা দেখাতে টাওয়ার বসিয়েছে। এই এলাকা জাপানের থেকে ১২০০ কিমি দূরে আর চীনের তাইওয়ান ক্ষেত্র থেকে ১২৫০ কি.মি. দূরে। এখানে কিছু গ্যাস আর তেল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য চীন জাপানের বিবাদ। ভিয়েতনাম তো এই অঞ্চলে বড় শক্তি না হলেও ২০০৩ সালে চীন ভিয়েতনামে হামলা চালায়। চীনের সঙ্গে পড়শী ইন্দোনেশিয়া, মালোয়াশিয়ার সম্পর্ক ভাল নয়। শ্রীলঙ্কা এতদিন চীনের মিত্র দেশ হলেও এখন শ্রীলঙ্কা ভারতের সাথে থাকায় সে দেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক আর মধুর নয়। চীনের সঙ্গে স্রেফ দু' দেশের সুসম্পর্ক এক পাকিস্তান যে দেশ বরাবর ভারতের মাথাব্যাথার কারন আর দুই উত্তর কোরিয়া—এই দেশ বর্তমানে দুনিয়ার শিরঃপীড়ার কারণ। এসব জানার প্রয়োজন এজন্যেই যে এর থেকে চীনের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে যাবে। দুনিয়ার কোনও সভ্য, সু-সংস্কৃত দেশ, সমৃদ্ধ দেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক মধুর নয়। আমেরিকায় তো চীন ৮০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে, আর ২৮ শতাংশ বাণিজ্যিক লেনদেন থাকলেও আমেরিকার সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ঠিক নয়।

চীনের প্রকৃতি

যখন কোনও ভারতীয় বা ভারতীয় তরুণ সমাজ কোনও অভিযানে যুক্ত হয় তখন ওই অভিযানের পিছনে কী বিচার ভাবনা রয়েছে তা জানা জরুরি হয়ে পড়ে। ব্যবসায়িক ক্ষতি এক বিষয়, সুরক্ষার ভাবনা আরেক দিক, চীনের ডি.এন.এ তথা তার প্রকৃতি এবং চিন্তা-ভাবনার ধরনটাই বা কী? এসব ভাবনার অনেক দিক রয়েছে। চীনের গতিপ্রকৃতি জানা কেবল সরকারেরই কাজ নয় বরং তরুণ সমাজের জানা জরুরি। আম জনতা থেকে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত চীনের বার্তা অথবা সমঝোতার বিষয়ে এইসব নজরে রাখতে হবে। না হলে তিব্বতের আজ যা অবস্থা, কাল আমাদের তাই হবে। তিব্বতকে চীন নিজের দেশে ঢুকিয়ে নিয়েছে ও গত ৫৬–৫৭ বছর ধরে দলাই লামা অন্য তিব্বতিদের সাথে এদেশে শরণার্থীরূপে রয়েছেন আর যেভাবে পাকিস্তানকে চীন নিজের তাঁবেতে রেখে উপনিবেশ বানিয়ে রেখেছে। কতগুলি আফ্রিকার দেশের ওপরেও চীন নিজের প্রভুত্ব কায়েম করে রেখেছে। এইভাবেই চীন আমাদের দেশেও বিপদ ডেকে আনতে পারে, কেননা চীনের সঙ্গে আমাদের চার হাজার মাইল লম্বা সীমানা রয়েছে।

ভারতকে ঘিরে ফেলা এবং আমাদের জবাব

চীন নিজের বাণিজ্য বাড়িয়ে ঘিরে ফেলার এক সুচতুর পরিকল্পনা করেছে। চীন পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে আরব সাগর স্থিত গোয়াদর বন্দর পর্যন্ত ৪৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের China Pakistan Economic Corridor তৈরি করছে যা কিনা আমাদের পিওক-এর ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, ভারতের প্রতিবাদে কোনওরূপ কর্নপাত না করেই। গোয়ায় অনুষ্ঠিত 'ব্রিকস' সম্মেলনে চীন বাংলাদেশকে ২৪ বিলিয়ন ডলার ঋণের প্রস্তাব দেয়। শি সিং পিং-এর প্রস্তাবিত এত পরিমাণ ঋণের বাংলাদেশের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও। সবাই জানে বাংলাদেশ ছোট্ট একটা দেশ। গোয়া সফরের পূর্বে শি জিং পিং বাংলাদেশ গিয়ে এত অর্থ ঋণ বাংলাদেশকে দেবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। সবাই অবাক হয়ে গেল। এর থেকে চীনের আচরণ স্পষ্ট হয়ে যায়। জিং পিং বাংলাদেশকে এত অর্থ দেওয়ার কারণ-ই হল চীন বাংলাদেশকে ভারত থেকে

আলাদা করতে চায়। কারণ এর আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সে দেশে গিয়ে ২ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশকে ক্রেডিট লাইন দিয়ে আসেন, কারণ বাংলাদেশ আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী। ভারতের বক্তব্য ছিল যদি প্রয়োজন হয় তো বাংলাদেশ এই অর্থ ব্যবহার করতে পারে।

শেষমেশ আমরা এটা কী করে ভুলতে পারি যে ১৯৬২ সালে হামলা চালিয়ে ৩৭,৫০০ বর্গ কিমি. আকশাই চীনের জমি দখল করে নিয়েছে। আমরা কী করে ভুলি যে ঐ লড়াইয়ে ১৩৮২ জন আমাদের সেনা শহিদ হন এবং আরও ১৬৯৭ জন হারিয়ে যান। অর্থাৎ ৩০৭৯ জন জওয়ানের বলিদান আমরা ভুলতে পারি না। আবার ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান পাক অধিকৃত ৫১৮০ বর্গ কিমি. জমি চীনকে ভেট দেয়। এখানেই শেষ নয় আজও চীন লাদাখ ও অরুণাচল প্রদেশের ৯০ হাজার বর্গ কি.মি. জমি নিজের বলে দাবি করে আসছে। সারা বছর ধরে ৪০০-৫০০ বার পৃথক পৃথকভাবে চীন অনধিকার প্রবেশ করছে আমাদের সীমানায়। (গত ২–৩ বছরে সংখ্যা কমে এসেছে)। ২০১৩ তে লাদাখের দৌলতবেগ ওল্ডি ক্ষেত্রে চীনা সেনা ১৯ কি.মি. পর্যন্ত আমাদের দেশে ঢুকে পড়ে। ওই বছরের শেষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ অরুণাচলে যাবার জন্য মনস্থির করেন। এর দু দিন আগে চীন ভারতের রাজদূতকে (যিনি একজন মহিলা ছিলেন) রাত্রি ২ টোয় তুলে বিদেশ মন্ত্রকে ডেকে মনমোহন সিংহের যাত্রা স্থগিত করতে নির্দেশ দেয়। চাপে পড়ে মনমোহন সিংহ যাত্রা স্থগিত করে দেন। অর্থাৎ চীন সরকারের এই দৃষ্টিকোণ আমাদের সীমাক্ষেত্রে স্থায়ী বিপদ।

ওদিকে চীনের সিল্করুট যোজনা বা CPEC চীনের সিসিয়াং প্রান্ত থেকে শুরু করে কারাকোরাম অঞ্চলকে চিড়ে পাকিস্তানের আরবসাগরের গোয়াদর বন্দর অবধি পৌঁছেছে। গোয়াদর বন্দর ইতিমধ্যেই চীনের হাতে পাকিস্তান সঁপে দিয়েছে। এখানে চীন তাদের নৌসেনা ঘাঁটি বানিয়েছে। এইভাবে শ্রীলঙ্কার হনমনতোড়া বন্দর ও বাংলদেশের চট্টগ্রাম বন্দরেও চীন তাদের গতিবিধি বাড়িয়েছে। ভারত মহাসগারকে নিয়ে East China Sea পর্যন্ত চীন নিজস্ব সৈনিক গতিবিধির শৃঙ্খল বানিয়েছে। South China Sea-র ওপর আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ। এখানে চীন নকল দ্বীপ বানিয়ে গতিবিধি বাড়িয়েই চলেছে।

এটা অন্য কথা যে, এর জবাবে ভারত ইরানের চাবাহার বন্দর ১.৫ বিলিয়ন ডলারে লিজে নিয়েছে যেটা গোয়াদর বন্দর থেকে কেবল ৬০ কিমি. দূরে। ভারত কেবল শ্রীলঙ্কা ও ভিয়েতনামের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করেনি বরং সেনা জমায়েতের ব্যবস্থা করে রেখেছে। যদি চীন অরুণাচলের কাছে পরমাণু মিশাইল লাগায় তো অমাদের সি-১৭ গ্লোবমাষ্টার (ট্যাংক সহিত সৈনিক মালপত্তর বাহক সবচেয়ে বড় জাহাজ) চীন সীমা থেকে কেবল ২৬ কি.মি. দূরে আমাদের সীমায় খাড়া করে দিয়েছে ভারত। ভারত মোঙ্গলিয়াকে এক বিলিয়ন ডলার ক্রেডিট লাইন দিয়ে চীনকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারতের চতুষ্কোনীয় ঘেরাওয়ের প্রয়াসও শুরু হয়ে গিয়েছে।

চীনের শক্তি ও দুর্বলতা

আমদের অনেকেই জিজ্ঞাসা করে চীনের জিনিস এত সস্তা অথচ আমাদের জিনিস এত চড়া দাম কেন? দেখুন, চীনে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই, ওখানে একদিনেই আইন তৈরি হয়ে সন্ধেবেলায় সংসদে তা পাশ হয়ে যায়। পরের দিন সেই আইন চালু হয়ে যায়। ভারতে বিমুদ্রীকরণ হোক বা জি এস টি বিল অথবা অন্য কোনও আইন—বিপক্ষ রাজনৈতিক দল তা করতে দেয় না। গণতন্ত্রে কিছু লাভ থাকলেও কিছু লোকসানও তো আছে। আবার চীন কৃষকদের থেকে খুব অল্পদামে জমি ছিনিয়ে নিয়ে শিল্পকে অল্পদামে দিয়ে দেয়।

খুব কম সুদের হার যথা ৪–৪.৫% হারে ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা করে দেয়। ভরতুকিযুক্ত সস্তা বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে। এখনে এইসব মহার্ঘ। চীনের পরিবেশ নিয়ে অত চিন্তা নেই। উৎপাদনের দাম সস্তা রাখতে সবসময় ক্ষতিকারক পদ্ধতি ব্যবহার করে। বর্তমানে দুনিয়ায় ২৪ শতাংশ দূষণ চীনের। খেলনাতে বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহারেও চীনের পরোয়া নেই। আবার বহু পরিমাণে একসঙ্গে (In Bulk) বিক্রিতেও কিছুটা সস্তা হয় মাল। দূর্ণীতিতে ভারতসহ বহু দেশের অবস্থা খারাপ হয়ে আছে। আবার চীন আই. পি আর বা শিষ্টাচার (Ethics) বলে কিছু মানে না। ওরা অর্থনীতির মূল সূত্রগুলি গ্রাহ্য করে না। নিজের পড়শীর ঠ্যাং ভেঙ্গে দাও দরকার পড়লে নিজের বাহু ভেঙ্গে

দিয়েও। এই নীতি অনুসরণ করে চীন দুনিয়ার ২৩ শতাংশ বাণিজ্য নিজেদের কব্জায় নিয়ে নিয়েছে। চীনের উন্নয়নের হার যে ১০.৫ শতাংশ ছিল তা আজ নেমে দাঁড়িয়েছে ছয় শতাংশেরও কম। ওখানে চাকরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হরতাল, মিছিল হচ্ছে, দুর্নীতিও ভীষণভাবে বাড়ছে।

বাণিজ্য সমর—এক নয়া সমর

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ চরণে জাপানের ওপর পরমাণু হামলার পর যুদ্ধের প্রতি ভাবনা অনেক বদলে গিয়েছে। গত ৭০–৭২ বছরে দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে যুদ্ধ ঘটেনি। হওয়ার সম্ভাবনাও খুবই কম। কারণ এই যুদ্ধে কারোরই জয় হবে না। কেবল দুই দেশের ক্ষতিই হবে। বাস্তবে পরমাণু অস্ত্র এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধস্পৃহা খাড়া করে দিয়েছে। আমেরিকা—রাশিয়া ৪৫-৫০ বছর ধরে বিশ্বজুড়ে ঠাণ্ডা লড়াই লড়ে এসেছে, ডিপ্লোম্যাসির মাধ্যমে। আমেরিকা এইভয়ে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গেও যুদ্ধ করতে আর সাহস দেখাতে পারছে না। (যদিও ইরান, আফগানিস্তান ও এখন সিরিয়ার সাথে লড়েছে আমেরিকা, কারণ এরা এখনও পর্যন্ত পরমাণু শক্তিধর দেশ নয়)।

তাই যুদ্ধের পরিবেশ শেষ হয়ে গেছে। যে যুদ্ধ এখন রয়েছে তা হল বাণিজ্য যুদ্ধ। চীনের সঙ্গে সেই ২০০০ সাল থেকে যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তা হল বাণিজ্য যুদ্ধ। ২০০০ সালে চীনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য ছিল কেবল ২.৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের। ২০১৩–১৪ তে এই অঙ্ক বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৭৫.৫ বিলিয়ন ডলারে। এখন বার্ষিক বাণিজ্য দাঁড়িয়েছে গিয়ে ৭০.০ বিলিয়ন ডলারে। যদি আমরা এই যুদ্ধের সারবত্তা বুঝি তো আমরা বিজয়ী হবার রাস্তাও খুঁজে পাব। এই যুদ্ধে সেনার ৫টি মুখ্য অংশঃ

১। সরকার (Political Power), ২। নীতি নিয়ামক সংস্থান (Beaurocracy), ৩। শিল্প জগৎ, ৪। অন্বেষক (Researchers, Economicsts), ৫। উপভোক্তা বা আম জনতা।

এই পাঁচ প্রমুখ অঙ্গকে কর্তব্যবোধ সম্পর্কে জাগ্রত করা, চীনের নীতি, চীনের আচরণ, ভাবনার সামগ্রকিতা বোঝানো আমাদের অভিযানের কেন্দ্র। এর জন্য এক প্রবল জনজাগরণের প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণ জনতা যেন চীনা

বস্তু সস্তা হওয়া সত্তেও বর্জন করে। বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের গবেষকরা নতুন নতুন আবিষ্কার করেন যাতে ভারতীয় সামগ্রী আন্তর্জাতিক বাজারে গুণগত চাহিদা পূরণ করে। শিল্প জগতের কাজ হল ভারতীয় বস্তুর মূল্য কীভাবে কম করা যায়, সর্বাত্মক প্রতিযোগিতায় উত্তর দেওয়া যায়—এ বিষয়ে চিন্তা করা। নীতি নিয়ামকের কর্তব্য হল চীনের প্রতি নীতি পরিবর্তন করা, সরকারের কাজ হল Anti-dumpint duty, Safety Clause সহিত সস্তা আর বর্জ্য পদার্থ পূর্ণ চীনের সামগ্রী/কোম্পানি/সেবাসমূহ ভারতে যাতে প্রবেশ না করতে পারে তা নির্ধারণ করা।

আশার আলো

ভারতে এক জনজোয়ার গত দীপাবলীতে ঘটে গিয়েছে। চীনা বস্তু কেনাবেচা কম হয়েছে। এই অভিযান আগামীদিনেও করতে হবে। আমি কিছুদিন আগে পানিপথ গিয়ে লোকমুখে শুনে এসেছি যে, সিল্ক, কম্বল ইন্ডাস্ট্রিজ পুনরায় চালু হয়েছে। থ্রি ডি চাদর এখন পানিপথে তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে ভারতের মাল সস্তা আর চীনের মাল মহার্ঘ হয়ে পড়েছে। শিবকাশিতে ফের বাজি কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়েছে। চাইনিজ ষ্টীলে ১৮ শতাংশ Anti Dumpint Duty লাগানোর গোবিন্দগড় বাজায়, পাঞ্জাব সহ ভারতের স্টিল উৎপাদনে জোয়ার এসেছে। চীনের প্লাষ্টিক মালের ওপর বিগত দিনে প্রতিবন্ধকতা জারি হয়েছে।

এজন্য আমাদের দেশের সুরক্ষা, ট্রেড ব্যালান্স ঠিক করার জন্য, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে আমাদের চাইনিজ বস্তু বর্জনের লক্ষ্যে নিরন্তর অভিযান চালাতে হবে। সস্তার জন্য মানুষ এইসব বস্তু কিনছিল। কিন্তু আমরা সব ভারতীয় মিলে যে আন্দোলন চালিয়ে আসছি, চীনা সামগ্রী সম্পূর্ণ বর্জনের জন্য এই অভিযান আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ভারতের সুরক্ষা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ভারতের শিল্পক্ষেত্রের বিকাশ এবং সব মিলিয়ে ভারতকে জগতে সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র বানানোর লক্ষ্যে আরও বড় অভিযানের লক্ষ্যে সবাই একজোট হয়ে এই অভিযান আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই রাষ্ট্রীয় অভিযানে আমাদের সর্বপ্রকার শরীর, মন এক হোক—এটাই কাম্য।

চীনের চ্যালেঞ্জ এবং আমাদের কর্তব্য

প্রিয় ভগিনী এবং ভাইয়েরা,

চীনের বিষয় নিয়ে দেশজুড়ে চর্চা হচ্ছে। গত ছ'মাসে চীন–ভারত সম্পর্ক ও পরিস্থিতিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। দেশে এই বিষয়ের ওপর জনজাগরণের স্তর অনেক প্রশস্ত হয়েছে। চীনের রপ্তানি দুনিয়ায় অনেক কমে গেছে। ঐ দেশের আভ্যন্তরীণ ঋণ অনেক বেড়ে গেছে। এর থেকে নিষ্কৃতি পেতে চীন এক বড় পরিবর্তনের কদম উঠিয়েছে। যাকে OBOR তথা BRI বলা হচ্ছে। ভারতে ও চীনের লাগাতার বাণিজ্য ঘাটতি ও সীমান্ত উত্তেজনা তথা ভারত–চীন ভূ-রাজনীতি নিয়ে কেবল জন-জাগরণ-ই বাড়েনি বরং সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অনেক কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ করা হয়েছে। অতি দ্রুত পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারত সাফল্যের সঙ্গে আগে এগিয়ে চলেছে। আজকের এই আলোচনায় আমরা এই বিষয়ে চর্চা করব।

আমরা জানি যে, গত দীপাবলীর সময়ে চাইনীজ সামগ্রী বর্জনের বিষয়ে গণ ভাবনার যে বিস্ফোরণ ঘটেছে তা দেখে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ এক বৃহৎ 'রাষ্ট্রীয় স্বদেশী সুরক্ষা অভিযান' শুরু করেছে। সারাদেশে কোনও আর্থিক বা সামরিক বিষয়ে এমন জন-জাগরণ দেশ আগে কখনও দেখেনি। এই বিষয়ে মঞ্চের আধিকারিকরা কেরল থেকে অসম পর্যন্ত সারা দেশে ব্যাপক প্রবাস করেছেন। এই বিষয় নিয়ে কার্য্যকর্তারা সাংবাদিক, শিল্পপতি, ছাত্র, সামাজিক আন্দোলনকারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সহ সরকারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। সারাদেশ অনুভব করেছে যে, চীনের বিষয় নিয়ে এঁরা কেবল অবহিত-ই নন বরং এঁরা গভীর চিন্তাও প্রকট করেছেন। দেশ এই চ্যালেঞ্জ থেকে মুক্ত হতে সবরকম ভাবে প্রস্তুত। নতুন নতুন ভাবনা, সুপারিশ সব মহল থেকেই এসেছে ও আসছে। সাধারণ মানুষ থেকে সরকারী শীর্ষে আসীন ব্যক্তিরা শকলেই এ বিষয় নিয়ে চর্চা করছে। তামিলনাড়ুর মাদুরাই থেকে দিনামল্লার কিংবা বেঙ্গালুরত থেকে কন্নড় ভাষায় প্রমুখ পত্রিকা বিজয়বাণী, নাগপুরের সন্দেশ বা রাজস্থানের রাজস্থান পত্রিকা অথবা দিল্লির পাঞ্জাব কেশরী তথা উত্তর ভারতের দৈনিক জাগরণ প্রভৃতি প্রত্রিকা স্ব স্ব ভঙ্গিমায় তথ্য পরিবেশন করে জন-জাগরণে প্রবৃত্ত

হয়েছে। এই বিষয়ে বৈদ্যুতিন চ্যানেলগুলির বুলেটিনে চর্চা শুরু হয়েছে। তামিলনাড়ুর শিবকাশী, কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু, মুম্বাই, রাজকোট, ভুপাল, যোধপুর, লুধিয়ানা, পানিপত, দিল্লি, আগরা, আলিগড়ের উদ্যোগপতিরা চীনের শস্তা মালের বিকল্পের সন্ধানে কেবল নিজেদের নিযুক্ত করেনি উল্টে অনেক স্থানে সাফল্যও এসেছে। এই বিষয়ে আলোচনা পরবর্তী ক্ষেত্রে উত্থাপন করছি।

চীনের আর্থিক ও সৈন্যের প্রভাব বিস্তারে মহাশঙ্কা

১৯৭৮ সালে চীন দেঙ জি ও আপেং-র নেতৃত্বে আর্থিক নীতির পরিবর্তন করেছে। ১৯৪৯–৫০ সালের কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের প্রায় ৩০ বছর বাদে চীন নিজস্ব সাম্যবাদী আর্থিক মডেল থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। ১৮০° পরিবর্তন করে চীন দ্রুত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা (Market Economy) গ্রহন করছে। কেবল দুটি বড় ফারাক রয়েছে। একটি ফারাক তো নাম। আজ পর্যন্ত সরকারী দলের নাম কম্যুনিষ্ট পার্টি, লাল রাঙের পুরাতন ঝান্ডা আর দ্বিতীয় দেশের কোম্পানীগুলির পরিচালনা করছে সরকার। সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পনীর এমন উদাহরণ চীন ছাড়া দুনিয়ায় অন্য কোনও দেশে নেই।

১৯৭৮ সালে চীনের অর্থব্যবস্থা ভারতের সমান বা ভারতের থেকে পিছনে ছিল। ওই দেশের অর্থব্যবস্থার আয়তন ছিল ১৫৫ বিলিয়ন ডলার (১৯৭৮–৭৯)-তে। বিকাশের হার ছিল ৫.২—৫.৩ শতাংশ। যদিও নিরপেক্ষ অর্থনীতিবিদদের মতে আসল বিকাশের হার ঘোষিত বিকাশের হারের অনেক পিছনে ছিল। বর্তমানে চীনের অর্থব্যবস্থা ১১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের (২০১৫–১৬) কেবল মার্কিন অর্থব্যবস্থা এর আগে রয়েছে (১৭.৫ ট্রিলিয়ন ডলার)।

চীন যখন সমাজবাদী–সাম্যবাদী অর্থব্যবস্থার অসারত্ব বুঝতে পারল তখন প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার তত্ত্ব ধার নিয়ে দেশে সরকার পরিচালিত কোম্পানীগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে এক মিশ্র অর্থনীতির পথে হাঁটতে শুরু করল। যদিও এতেও আমেরিকা, ইউরোপীয় মডেলের চারটি বিনাশকারী নীতি যেমন আর্থিক বৈষম্য, পরিবেশ বিনাশকারী ও অন্ততঃ বেরোজগারী স্থায়িত ওপর অর্থব্যবস্থার পরিধি বৃদ্ধিতে কখনও অর্থব্যবস্থা মন্দার শিকার হতে পারে যেমনটা ২০০৮ সালে আমেরিকা ও ইউরোপে হয়েছিল।

চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত নয়। পুরাতন কিন্তু কঠোর সাম্যবাদী শাসনতন্ত্র জারি রয়েছে। এই শাসনতন্ত্রের সাহায্যে চীন দেশে সর্বপ্রকার কারখানা তৈরী করে। স্বাভাবিকভাবেই দুনিয়ার বাজারে নিজের অস্তিত্ব কায়েম রাখতে উৎপাদিত বস্তুর দাম শস্তা রাখতেই হবে। সারা বিশ্বের কোম্পানীগুলিকে নিজের দেশে আহ্বান জানিয়েছে যাতে করে নতুন কারিগরী কৌশল জানতে পারে। আমেরিকা, ইউরোপ সহ অন্যান্য দেশসমূহের নির্মাতারা বিপুল পুঁজি নিয়ে চীনে পৌঁছে গেছে এবং সরকার তাদের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়েছে।

চাষীদের থেকে ন্যুনতম মূল্যে জমি একপ্রকার ছিনিয়ে নিয়েই বড় বড় শিল্পকে বিলিয়েছে। মজুরি তো সেখানে শস্তাই। তবুও শাসনতন্ত্র এমন বড় যে, আভ্যন্তরীণ অসন্তোষের বার্তা দেশের চৌহদ্দীর বাইরে যেতে না পারে তার সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছে। চীন সস্তা বিদ্যুৎসহ পরিকাঠামো গড়ে দিয়েছে। রপ্তানিতে ভর্তুকিসহ অর্থনৈতিক পদ্ধতি অবলম্বন করে মালের দাম শস্তা রাখাই হল মুখ্য উদ্দেশ্য। পরিবেশ নষ্ট করার দেদার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, দেশী-বিদেশী কোম্পানীগুলি কেবল তাৎক্ষনিক লাভ দেখছে। এর মাধ্যমে চীনের রাজধানী বেজিং থেকে নুয়াংঝু প্রদেশ পর্যন্ত বিরাট অঞ্চল জুড়ে শিল্প গঠিত হয়েছে, এর পরিনাম স্বরূপ ২০১৪–১৫ সালে দুনিয়ার মোট নির্মান শিল্পের ২২–২৩% দ্রব্যাদি চীনেই তৈরী হচ্ছে। সূচ থেকে শুরু করে বিমান শিল্প পর্যন্ত সবরকম শিল্প ওখানে শুরু হয়ে গেছে। ভারত-চীন বাণিজ্য ১৯৯১ সালে ছিল স্রেফ ২৩০ মিলিয়ন ডলার ২০০০ সালে এই অংক গিয়ে দাঁড়ায় ১.৬ বিলিনয় ডলারে আর ২০১৫ সালে তা গিয়ে পৌঁছেছে ৭১.৮ বিলিয়ন ডলারে। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য তো বেড়ে হয়েছে বার্ষিক ৫০০ বিলিয়ন ডলারে। দুনিয়ার অধিকাংশ দেশের সঙ্গে চীনের রপ্তানি বাণিজ্য সর্বাধিক হয়ে গিয়েছে।

চীন তার আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে সামরিক শক্তিও ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে চলেছে। কারণ চীন জানে যে, বিশ্বের রাজনীতিতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করতে চাই শক্তপোক্ত সামরিক বাহিনি। আজ চীনের সৈন্যসংখ্যা ২২ লক্ষ সেনার সামরিক খরচ বার্ষিক ২২০ বিলিয়ন ডলার। সামরিক শক্তিতে আমেরিকার পরেই দ্বিতীয়

স্থান বিশ্বে অধিকার করে বসেছে। তুলনায় ভারতের সামরিক ব্যয় ৫০ বিলিয়ন ডলার আর ১৩ লক্ষ সদস্য রয়েছে সেনাবাহিনিতে। আজকের দুনিয়ায় আমেরিকা, চীন, ভারত ও রাশিয় চার বড় সামরিক শক্তিধর দেশ।

ভারতের সমস্যা হল ১৯৬২-র যুদ্ধে চীন ভারত আক্রমণ করে ৩৭,৮০০ বর্গ কিমি আকশাই চীনের জমি ছিনিয়ে নিয়েছে। পরে পাকিস্তানও ৫১৪০ বর্গকিমি ভূমি যা আকসাই চীনের সংলগ্ন তা চীনকে দিয়ে দিয়েছে— অর্থ্যাৎ মোট ৪২,৯৪০ বর্গ কিমি জমি চীন আত্মসাৎ করে বসে রয়েছে। কিন্তু আজও চীন ভারতের সীমানা জুড়ে বসে রয়েছে। ওরা ভারতের অরুনাচল সীমানা বরাবর পরমাণুশক্তিসম্পন্ন মিশাইল বসিয়েছে। সমগ্র সীমানা জিরো লাইন পর্যন্ত সেনা কেবল জমায়েত করেনি বরং সেনাবাহিনির কুচকাওয়াজও বাড়িয়েছে। চীনের গ্লোবাল টাইমশের খবর যে, চীন কেবল এক দিনেই দিল্লি পৌঁছে যেতে পারে।

পাকিস্তান তার ১০ হাজার সেনাকর্মীকে নিয়মিতরূপে CPEC রক্ষার নামে চীন–পাক চৌকিদারী দল রূপে চীনে পাঠিয়েছে নিজের সেনা গতিবিধি পাকিস্তানে ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। পাকিস্তানে সর্ববৃহৎ সংবাদপত্র 'ডন' লাগাতার সে দেশে চীনের উপস্থিতি নিয়ে লিখে চলেছে। এমনিতেই পাকিস্তান তার পরমাণু কর্মসূচী চীনের মদতে বাড়িয়ে চলেছে। পাকিস্তানের গ্বাদর বন্দর যা এতদিন বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে পরিচিত ছিল, তা আজ চীনা নৈসেনার মহড়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত। চীনের বাইরে এটা দ্বিতীয় বৃহৎ সামরিক ঘাঁটি। ভারতের মানচিত্রের নীচের অংশের দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার 'হনমনতোজ' বন্দরে বানিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ না থাকায় ওই বন্দরে চীন তার নৌসেনার ঘাঁটি বানিয়ে নৌসেনার গতিবিধি বৃদ্ধি করতে চাইছে। এমনিতে পূর্ব চীন থেকে শুরু করে দক্ষিণ চীনা সাগর সহ ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরে বেলাগাম পরমাণু ডুবোজাহাজ সহ সৈন্যবাহী জাহাজের লাগাতার মহড়া চালাচ্ছে। কোনও আন্তর্জাতিক বিধি-নিষেধ চীন মানছে না। বঙ্গোপসাগরের সংলগ্ন সাউথ চায়না সাগরে চীন Artificial Island নির্মিত করে সেনা ঘাঁটি বাণিয়ে ফেলেছে। চীন একে Sting of Pearls বললেও কিন্তু নির্মম সত্য হল ভারতের সুদূর পূর্বোত্তর অরুণাচল প্রদেশ হোক কিংবা জম্মু–কাশ্মীরের আকশাই চীন ক্ষেত্র। পাকিস্তানের

অধিকৃত কাশ্মীরে চীনের উপস্থিতি হোক বা পাকিস্তানের গ্বাদর বন্দর, শ্রীলঙ্কার সীমায় কিংবা দক্ষিণ চীন সাগরে নকল দ্বীপ—ভারতের চারপাশে চীনের গতিবিধি ভারতকে উদ্বেগের মধ্যে রেখেছে।

চীনের WTO–BRI (OBOR)

আমরা সবাই জানি ষোড়শ–সপ্তদশ শতকে আগ্রাসী ব্রিটেনের ইষ্ট ইন্ডিয়া বা অন্য কোনও কোম্পানী ব্যবসার নামে বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রবেশ করে দুনিয়ার এক বিরাট অংশে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এভাবেই বিংশ শতকের বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪–১৯১৯)-র পর আমেরিকা তার প্রাধান্য বিস্তার করতে আরম্ভ করে। মার্কিন কোম্পানীগুলি ১৯২০–১৯৩০ বিশ্বজুড়ে যেতে শুরু করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯—১৯৪৫) পর বিশ্বের অর্থনীতিকে নিজের হাতের মুঠোয় আনতে 'বিশ্ব ব্যাংক' (১৯৪০) ও আই এম এফ (১৯৪৪) শুরু করে। বাস্তবে রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে আমেরিকা তার প্রভূত্ব কায়েম করতে শুরু করে এবং সাফল্যও পায়। ১৯৯০ সালের মধ্যে তো রুশের পতন হল। ফলে দুনিয়ায় আমেরিকা সর্বশক্তিমান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। শুধু এটাই নয় বিশ্বের সামগ্রিক অর্থব্যবস্থাকে ১০০ শতাংশ কব্জা করতে ১৯৯০—৯২ সালে WTO গঠন করে। ডাঙ্কেল প্রস্তাব ও গ্যাট চুক্তিতে সই করে ১৯৯৬ সালে ভারতও এর সদস্য হয়ে যায়। বলা হয় নামে এটা বাণিজ্যের এক আর্থিক মঞ্চ হলেও বাস্তবে এটা ছিল বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থায় মার্কিন মোহর। পরে ধীরে ধীরে বিকাশশীল দেশগুলি এর অন্তর্বিরোধ চিহ্নিত করে নিজ নিজ রাস্তা বের করতে শুরু করে দেয়।

২০০৮ সালে মার্কিনি–য়ুরোপিয়ন আর্থিক মন্দার সুযোগ নিয়ে চীন বিশ্বে আর্থিক নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে এবং নিজের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করতে সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১২ সালে নির্বাচিত চীনা রাষ্ট্রপতি শি—জিন—পিং একে যোজনাবদ্ধ করে নাম দেন OBOR (One Belt One Road)। এরই পুনরায় নাম বদলে নাম হয় BBI (Border & Road Initative) যা ২০১৭ সালে চীন বেজিং-এ ৬৫টি দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সামনে নামকরণ করে।

OBOR এবং BRI কী?

সপ্তদশ শতকের প্রচলিত বাণিজ্য মার্গ ছিল Silk Route। কারণ হল ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতক ছিল ভারত ও চীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক দেশ। ওই সময়ে যে অংশ দিয়ে মধ্য এশিয়া ও য়ুরোপে মালপত্তর যাতায়াত করত তা ছিল ভূ-পথ এবং সমুদ্র পথ। ঐ রাস্তাকে বলা হত Old সিল্ক রুট। কারণ ঐ সময়ে সবচেয়ে মহার্ঘ বস্তু ছিল Silk বা রেশম (যেমন আজকালকার যুগে ইলেকট্রনিকস বস্তু)। এইজন্য ওই রাস্তার নাম হয়ে যায় Silk Route।

চীন আজ নতুন Silk Route বা OBOR-র কথা বলছে। এটা এশিয়া, য়ুরোপ তথা আফ্রিকীয় দেশ সমূহকে রেল, রোড এবং সমুদ্র মার্গ দ্বারা জুড়ে দেবার এক যোজনা তৈরী করেছে চীন। গত ১৪–১৫ মে ২০১৭-তে চীন বেজিং-এ ৬৫ দেশকে এতে সামিল হতে আহ্বান জানায়। ২৯টি দেশের শীর্ষ কর্তারা এসেছিলেন যার মধ্যে ছিল সবচেয়ে বড় দেশ রুশ। অন্য দেশগুলি তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। আমেরিকাও প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। পুরোপুরি বর্জন করা একমাত্র বড় দেশ ছিল ভারত। এ যোজনাকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বুনিয়াদী যোজনা বলা হয়ে থাকে। এক ট্রিলিয়ান ডলারের এই যোজনা চীনের সবচেয়ে বড় বুনিয়াদী যোজনা বলা হয়ে থাকে। এক ট্রিলিয়ন ডলারের এই যোজনায় চীনের তিন বড় ব্যাংক Asian Industrial Development Bank, China Development Bank এবং Export Import Bank অংশ নিয়েছে এবং সাথে রয়েছে Asian Infrastructure Bank। এর সঙ্গে সম্পর্কিত দেশগুলির ব্যাঙ্কসমূহও অংশ নেবে।

ভারত তথা দুনিয়ার অসুবিধা কোথা?

প্রশ্ন হল চীন নিজস্ব উৎপাদিত সামগ্রী সারা দুনিয়ায় বাণিজ্য করতে বিভিন্ন দেশের সম্মতিতে যে বুনিয়াদী ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চাইছে তাতে ভারত ও বিশ্বের অন্যদেশগুলির অসুবিধা কোথায়? মনে রাখতে হবে অষ্টাদশ শতকে এবং বিংশ শতকে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা এসব কিছু করেছে। তবুও ইংল্যান্ড ও আমেরিকা যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া ছাড়াও চীন অতীতের ইতিহাস ও বর্তমানে

ভৌগলিক আগ্রাসনের মাধ্যমে সামরিক অভিযান করারও মতলব রয়েছে। তাইওয়ানের Old China policy পুরোপুরি তাইওয়ানের নীতি বলে ধরে নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোনে স্বাগত জানান তাইওয়ানের রাষ্ট্রপ্রধান আর এতে ভীষন চটে যায় চীন। আর আমরা সবাই জানি যে, চীন কীভাবে ১৯৪৯–৫২ মধ্যবর্তী সময়ে তিব্বতকে আত্মসাৎ করে, ১৯৫৯ সালে দালাই লামা নিজের প্রাণ বাঁচাতে তাঁর বৌদ্ধ অনুগামীদের সঙ্গে ভারতে শরনার্থীরূপে চলে আসেন। আজও চীন অরুণাচলে নিজেদের অধিকার কেবল দাবি-ই করছে না উল্টে সিকিম, ভুটান সীমায় পাকা শড়ক নির্মাণের চেষ্টা চালাচ্ছে। ঐ সীমানায় গিয়ে ভারতকে টক্কর দিতে হুমকি দিচ্ছে। এই OBOR যোজনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল শুধু এশিয়ার দেশ-ই নয় বরং য়ুরোপীয় দেশ ও আফ্রিকার দেশসমূহের সঙ্গে রেল, সড়ক ও সমুদ্রের মাধ্যমে জুড়তে চাইছে। বর্তমানে লন্ডন থেকে য়ুরোপের ৬টি দেশ হয়ে চীনের ইউ–ইডউব শহর পর্যন্ত ১২ হাজার কি.মি. রাস্তা তৈরী করে রেল পৌঁছচ্ছে যার সাহায্যে চীনের তৈরী মাল য়ুরোপ ও এশিয়ার দেশসমূহে রপ্তানি করবে।

বলা হচ্ছে এশিয়া–আফ্রিকার ৬৫ দেশের বুনিয়াদী সুবিধা নির্মানের লক্ষ্য হল OBOR তথা BRI-র। এর মধ্যে ভাল শড়ক তৈরী, রেললাইন স্থাপন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন সামিল আছে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল চীনের মাল এইসব দেশের বাজারে পৌঁছে দেওয়া, পরিকাঠামো তৈরীতে দেশীয় কোম্পানীগুলিকে ঠিকা কাজে নিযুক্ত করা চীনের অর্তব্যবস্থাকে আরো মজবুত করতে সমগ্র বিশ্বে চীনের রোজগার ও রোজগারের মাধ্যমে নিজ প্রভুত্ব কায়েম করা। এইসব পুরো ব্যবস্থা কায়েম করতে স্বাভাবিকভাবেই এইসব দেশকে বশে আনতেই OBOR যোজনার পূর্ণ মুখ্য লক্ষ্য।

দশচক্র ঃ চীন সরকারের বাড়-বাড়ন্ত—ব্যাংকের বিকাশের জন্য ধনরাশি — বিনিময়ে চীনের জঙ্গল ও খনিজের ওপর অধিকার—চীনের কোম্পানীগুলির বিকাশের ঠিকা—চীনা ব্যাংকে পয়সা ফেরৎ—চীনের রোজগার—আফ্রিকা সহ কিছু এশিয়ার দেশ ঋণজালে — চীনের সৈন্যের বাড়-বাড়ন্ত ও রাজনৈতিক বাড়-বাড়ন্ত—এগুলি হল দশচক্র। এইসব কারণ হেতু দুনিয়া এবং ভারত চীনের এই BRI যোজনায় উদ্বিগ্ন।

চীনের ঋণ জাল

চীন সরকার সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে চীন কেবল গত দুই বছরে ৬০ OBOR দেশে ১৮০ বিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছে। চীন পাকিস্তানকে ৫০ বিলিয়ন ডলার CPEC-র নামে ধার দিচ্ছে, ছোট্ট বাংলাদেশকে গত দু বছরে ২৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়ে রেখেছে। এছাড়াও বাণিজ্যিক শীর্ষ সম্মেলনে ১০০৫ বিলিয়ন ডলার দেশীয় ব্যাংক থেকে ঋণের ছাড়পত্র দিয়েছে। এই জালে জড়িয়ে গেছে ৬৫—৭০টি দেশ। ঋণ ও পুঁজি নিবেশের বদলে চীনের কোম্পানীগুলি ওইসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কব্জা করতে চাইছে, এইভাবে সারা দুনিয়াকে ঋণ জালে ফাঁসিয়ে দেবার এক চক্রান্ত করছে চীন।

কোথা থেকে এত পয়সা আসছে

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল চীনের ব্যাংক গুলিতে এত পয়সা আসছে কোথা থেকে? এর স্পষ্ট জবাব হল—ঋণ। চীন সরকার তথা চীনা ব্যাংকগুলি ঋণজালে জর্জরিত। শুধুমাত্র ODB (চাইনিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক)-তে ৩৩০ বিলিয়ন ডলার ধার রয়েছে এবং অন্য ব্যাংকের কাছেও ঋণ তথৈবচ। চীনের ঋণ জি.ডি.পি-র ২৮২ শতাংশ যা দুনিয়ার সর্বোচ্চ। আভ্যন্তরীণ ও বাইরের ঋণ তো আছেই। আভ্যন্তরীণ ঋণ বেশি হবার ফলে চীন এই ঋণকে ইক্যুইটি শেয়ারে বদলাতে শুরু করেছে। অর্থাৎ চীনা সম্পদকে চীনের ব্যাংকগুলির কর্জের ভাগীদারি করা, যা আমাদের চার্বাক একবার বলেছিলেন, 'যতদিন বাঁচি সুখে বাঁচব, ঋণ করেও ঘি খাওয়া উচিত'।

এইসবের পরিণাম কী? এর পুরো সম্ভাবনা হল অনেক দেশ ভবিষ্যতে চীনের এই চক্করে ফেঁসে ঋণজালে জড়িয়ে পড়বে। ভেনেজুয়েলার অর্থনীতিতে ধস নেমেছে, কিন্তু চীনের EDB ৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে। এর ফলে তাৎক্ষনিক সাহায্যতো পেল কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে চীনের ঋণজালে ফেঁসে গেল ভেনেজুয়েলা। এরকমই ঘটেছে ইকোয়াডোরের পনবিজলি বাঁদের জন্য ৬—৭% চড়া সুদে ধার দিয়েছে। ইকোয়াডোরের হাল এরকমই হবে। যে তীব্রগতিতে পাকিস্তান চীনের জালে ফাঁসছে তাতে পাকিস্তানকে নিজের দাস কলোনী

বানাতে চীনের বেশি সময় লাগবে না। একটি বিষয় লক্ষ্য করুন, চীনের দুই ভাষা প্রচারক (চীন নিজের ম্যাড্রিড ভাষা দুনিয়ায় প্রচারের জন্য পূর্ণকালীন প্রচারক পাঠিয়ে থাকে। বালুচিস্তানে মারা গেছে। পাকিস্তান দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু এর ৫—৬ দিন বাদ চীনের Shanghai Co-operation organization (SCO)-র সভায় ৯—১০ টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা যান, যেখানে মোদীও গিয়েছিলেন। চীনা রাষ্ট্রপতি নরেন্দ্রমোদীর সঙ্গে কেবল সাক্ষাত-ই করেন নি, সেখানে মোদীর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকও হয়। ফলে নওয়াজ অপমানিত হয়ে শরিফের সঙ্গে লি-জিন-পিং-এর পূর্বনির্ধারিত বৈঠক বাতিল করা হয়। নওয়াজ অপমানিত হয়ে সাক্ষাত না করেই পাকিস্তান ফিরে যান। পাকিস্তানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও CPEC Project রক্ষার বাহানায় চীনের শর্তে চীনী–পাকিস্তানী যৌথ টহলদারি দল তৈরী করতে হয়েছে।

শ্রীলংকার শঙ্গেও চীন এরূপ আচরণ করেছে। শ্রীলংকা চীন থেকে ১.৬ বিলিয়ন ডলার ধার নিয়ে তা শোধ করতে না পারায় চীন হনমনতোতা বন্দর সৈন্য ব্যবহারের জন্য এবং ইণ্ড্রাষ্ট্রিয়াল হাব বানাতে ১৫ হাজার একর দাবি করলে সেখানে তার বিরুদ্ধে প্রবল জনরোষ হয়। লাঠি চার্জ, গুলি চলে কিন্তু শ্রীলংকা নির্বিকার। ৯৯ বছরের লীজ দিতে হবে। বাংলাদেশকেও চীন ২৪ বিলিয়ন ডলার ঋণের প্রলোভন দেখিয়েছে। ভারত কেবল ২ বিলিয়ন ডলারের ঋণ আবেদন করেছে। ঋণের তো প্রয়োজন আছে বাংলাদেশের, কিন্তু এই বিপুল অর্থ মেটাবে কীভাবে তা নিয়ে বাংলাদেশ ভাবনা-চিন্তা করছে।

অনেক আফ্রিকীয় দেশের বহু জমি ও সম্পত্তি চীন কিনে নিয়েছে। এইসব স্থানে লক্ষ লক্ষ চীনা কারিগর পৌঁছে গেছে। জোর জবরদস্তি চীন সেদেশের বাইরে সেনা ছাউনি বানিয়ে ফেলেছে। ওইসব আফ্রিকীয় দেশের জনতা চীনের এই মাকড়সার জাল বিস্তারের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ শুরু করেছে। কিন্তু যা কেনা হয়ে গেছে সেখান থেকে বলবান চীনকে কে হটাতে পারবে? চীন আফ্রিকার দেশগুলিকে এক নয়া দাস কলোনীতে পরিণত করতে চর্তুদিক থেকে ঘিরে ফেলতে চাইছে।

ব্যাপারটা এখানেই থেমে নেই। চীনের ঋণজালে ইকুওয়েডর, ভেনেজুয়েল এবং শ্রীলংকা এমনভাবে আবদ্ধ হয়েছে যে, ঋণ শোধ করতে না পারায় নিজ নিজ দেশের জনবিরোধ সত্ত্বেও চীনা কোম্পানীগুলির সৈন্য আড্ডার জন্য জমি ও অন্যান্য সুবিধা পেতে দেশগুলিকে বাধ্য করাচ্ছে। আফ্রিকী দেশসমূহের জন্য

চীনের ঘোষিত নীতি হল—ডলারের বদলে সংশোধন। তামাম আফ্রিকী দেশগুলি হাজার হাজার বছর ধরে অমূল্য খনিজ, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এখানে চীন নিজস্ব যোজনায় প্রলোভন দেখিয়ে গত ২০–২৫ বছর ধরে এইসব অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করতে লেগেছে। বিকাশের লক্ষ্যে চীন নিজের দেশের ব্যাংক থেকে অর্থের জোগান দিয়ে এইসব দেশ থেকে খনিজতেল ও জঙ্গল থেকে কাঁচা মাল জোটাতে এক সহজ শর্তে নিজেরা ব্যবহার করছে এটা চীনের ঘোষিত নীতি। আবার এখানকার বিকাশ যোজনার ঠিকাদারি চীন অর্জন করে নিচ্ছে। আর যোজনায় লগ্নী করা অর্থ পুনরায় চীনে চলে যাচ্ছে। Skilled worker-র নামে চীন নিজের লোক এসব দেশে পাঠিয়ে মুখ্যতঃ চীন নিজের দেশের বেকার সমস্যা মেটাচ্ছে।

বিশ্বে আশা ভারত

ভারত–চীন সম্পর্ক ঃ ভারত এক বৃহৎ অর্থব্যবস্থা তৈরী হয়ে এখন ২.৪ ট্রিলিয়ন ডলারের জিডিপি নিয়ে দুনিয়ায় ৫ম ইকনমি দেশ হিসেবে গন্য হচ্ছে আজকাল। ভারতীয় সৈন্যদল বিশ্বের তৃতীয় বড় সৈন্যদল। ২০২৪ সালের মধ্যে ভারতীয় জনবল চীনের জনবলকে ছাপিয়ে যাবে। তবুও ভারত এক গণতান্ত্রিক দেশ। ভারতের সভ্যতার এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে আজ ভারতের অন্তরীক্ষ কেন্দ্র ISRO, IT সেক্টরে যোগ চর্চায় বিশ্বে উজ্জ্বল ছবি বানিয়েছে। বর্তমানে দেশে মজবুত সরকার রয়েছে। এইসব কারণে বিশ্বের জনমানস ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এইজন্য চীনের আগ্রাসী মানসিকতা, এবং আমেরিকার শোষন থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে বাঁচাতে পারে যে দেশ সেই দেশ হল ভারত। ঐতিহাসিক দিক থেকে ভারত বিশ্বকে কোনওদিন শোষন করেনি বরং সামরিক ও অন্য ভূ-রাজনৈতিক বিষয়ে ভারতের পূববর্তী রেকর্ড সর্বদাই বিশ্বাসযোগ্য ছিল। সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতকে য়ুরোপ, ইংল্যান্ড, আমেরিকা সারা বিশ্বে যা করে এসেছে, ঠিক সেটাই চীন এখন করছে। এরূপ আচরণ ভারত কখনই করে নি। যদিও ড. এগাংস মেডিশন যিনি Oxford University-র প্রসিদ্ধ এক শিক্ষক Millenium perspective গ্রন্থে স্পষ্টভাষায় লিখেছেন যে, প্রথম শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত ভারত কীভাবে দুনিয়ায় আর্থিক শক্তি ছিল। ষোড়শ শতকে বিশ্ব বাণিজ্যে

ভারতের অংশ ছিল ৩১ শতাংশ। এইভাবে সপ্তদশে ছিল ২৪ শতাংশ এবং ১৮২০ সাল পর্যন্ত ছিল ১৬ শতাংশ (এরপর ব্রিটিশরা ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যকে করায়ত্ত করে নিয়েছে)। বিশ্ব বাণিজ্যে আজ কেবল ২—২.৫% ভারতের অংশীদারিত্ব। চীনের এই সময়ে বিশ্ব বানিজ্যে চীনের ভাগীদারি ১৪% এবং বিশ্বের সমগ্র GDP-র ২২%।

ভারতকে চীনের চক্রব্যূহ ভাঙতে হবে

গত ২–৩ বৎসরে ভারত ও চীনের মধ্যে ব্যাপার যুদ্ধের প্রতি মানুষের মধ্যে জাগরণ বেড়েছে। প্রতিটি স্তরে এর উপায় কী হবে তার চর্চা হচ্ছে ও তার ফলও আসতে শুরু করেছে। চীন থেকে আমদানি করা আতসবাজী (যা থেকে ভয়ানক ধোঁয়া ও গ্যাস নির্গত হয়)-তে পুরোপুরি Explosive Act অনুসারে প্রতিবন্ধকতা জারি করা হয়েছে (তথাপি এখনও বে-আইনি স্তরে ১০–১২% আতসবাজি আমদানি হচ্ছে)। চীন থেকে আমদানিকৃত সস্তা ইস্পাত গোবিন্দগড় (পাঞ্জাব) থেকে জামশেদপুরের Tata Steal পর্যন্ত ইস্পাত বাজারে মন্দা এনেছিল। ফলে অধিক মাত্রায় দক্ষ শ্রমিকদের ছাঁটাই করতে হয়েছে। কেবল গোবিন্দগড়েই ১৫০০ ছোট ইস্পাত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এক বছর আগে ইস্পাতের ৪৭ পৃথক 2 type গ্রেড ইস্পাতে ২–১৮% Anti Dumping Duty লাগাতেই ইস্পাত কারখানা পুনরায় চালু হয়ে গেছে।

রেলওয়ে এবং বিদ্যুৎক্ষেত্রও বন্ধের রাস্তায়

Quality Standard-র নামে ভারত High speed railway ক্ষেত্রে চীনা কোম্পানীর প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। রেলের অন্য অংশেও আমদানি এরকম নিষিদ্ধ করা হয়েছে যা জাপানের High speed railway দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। তবুও Metro Rail-র কামরা বানাতে চাইনিজ কোম্পানী সফল হয়েছে।

ভারতে চীনের থেকে আমদানিকৃত মালপত্তরের মধ্যে বিদ্যুতে ব্যবহৃত টার্বাইন, মেশিনারি ও অন্য কলকব্জা। শুধু তাই নয় Transmission ক্ষেত্রেও টাইনিজ কোম্পানী ঠিকা নিচ্ছে। কিন্তু IFEMA ভারত সরকারের কাছে আবেদন করেছে যে, সুরক্ষাসহ অন্যকারণে চীন থেকে আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা

লক্ষ করা যায়। স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার স্বার্থে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে চাইনিজ কোম্পানী যোগদান বন্ধ করতে তার বিরোধীতা করে আসছে। সবমিলিয়ে এই সেক্টরে সরকার চাইনিজ কোম্পানীকে বরাত দেওয়ার বিষয়ে চাপে রয়েছে। GAL-র তো ৩০০০ কোটী টাকার বরাত গত মাসে চাইনিজ কোম্পানীর হাত প্রায় চলেই গেছিল, কিন্তু সুরক্ষার কারণ দর্শিয়ে ওই বরাত ভারতীয় কোম্পানীর হস্তগত হয়েছে।

GFR থেকে চাইনীজ বস্তু কেনার ওপর নিষেধ আরোপ ঃ ভারতে জনমানসে চীনের প্রতি অবিশ্বাস ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। স্বদেশী ভাবনা প্রবল হচ্ছে। স্বদেশী সুরক্ষা অভিযান-এ রং চড়ছে। মঞ্চ ও জনতার চেষ্টায় সরকারও চিন্তা করতে শুরু করেছে। এর কিছু উদাহরণ লক্ষ্য করো। গত মে মাসে সরকার এক বড় পদক্ষেপ করেছে। GFR-এ এক সংশোধন করে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সরকারী ক্রয় কেবল ভারতীয় কোম্পানী থেকেই করা হবে। স্বাভাবিকভাবে Made in China ছাপা মারা বস্তুর কেনার রাস্তাই বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। ভারত সরকার বছরে যে ২ লক্ষ কোটী লাকার সামগ্রী ক্রয় করত তা এখানেই প্রস্তুত সামগ্রী কিনবে। এইভাবে প্লাষ্টিক থেকে তৈরী বস্তু স্বাস্থ্য ও পরিবেশের বিনাশকারী তার জন্য চীন নির্মিত প্লাষ্টিক বস্তুর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে দেশে প্রস্তুত খেলনা উদ্যোগ নিজ পায়ে খাড়া হতে শুরু করছে।

এক দৃষ্টান্ত পানিপথের

গান্ধীজীর কথায় যা অ-সরকারী সেটাই প্রভাবশালী। এটাই স্বদেশীর মূল ভাবনা। এই ভাবনা চরিতার্থ করতে পানিপথের উদ্যোগে গড়িয়া আঙিনা উদাহরণ রেখেছে। ২০০০ সাল থেকে ২০১৩–১৪ সাল পর্যন্ত কম্বল–দড়ি–চাদরের উত্তর ভারত ছিল সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। কিন্তু চীনের শস্তা কম্বল–চাদরের দ্বারা ওই উদ্যোগ মার খাচ্ছিল। চীনের শস্তা সিংক কম্বল ও 3D চাদর গত ১৩-১৪ বছরে পানিপথের অধিকাংশ কারখানা বন্ধ করে দেয়। ফলে ওই শিল্পে জড়িত হাজার হাজার কর্মচারী ছাঁটাই করতে হয়। এক হিসেব অনুসারে পানিপথের প্রায় ৮০,০০০ লোকের চাকরী চলে যায়। সমগ্র উদ্যোগ ট্রেডিং ইউনিটে বদলে যায়। কিন্তু গত ৩–৪ বছরে কারবারীরা চীন ও তাইওয়ান থেকে (ঐ মেশিন এখন এখানেই তৈরী হচ্ছে) কিনে পানিপথে

লাগায়। সব মিলিয়ে ৩৭টি নতুন কোম্পানী চালু হয়েছে। বর্তমানে পানিপথ চাইনীজ কম্বল আমদানি বন্ধ তো করেছেই এবং 3D চাদরও তৈরী হতে শুরু করেছে। এতে হাজার হাজার কাজের সুযোগ তৈরী হয়েছে। চীনের সস্তা কম্বল চাদর এখন আমদানি প্রায় শুন্যে পৌঁছেছে। এইভাবে পানিপথ চীনকে বাইরের দরজা দেখিযে ছেড়েছে। এটা এক বড় জিৎ।

এরকম আলিগড়ের তালা শিল্প ও কানপুরের জুতো শিল্পে কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের গান্ধার টাইল শিল্প কিংবা শিবকাশীর বাজি শিল্প তথা Print machine শিল্প ক্ষেত্রে চাইনিজ সামগ্রীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। ওদিকে ধীরে ধীরে চীনা মজদুর মহার্ঘ হচ্ছে, জমির দামও বাড়ছে, এখন আর মলপত্তর আগের মত শস্তা হবে না। সব মিলিয়ে দেশের শিল্প এবার চীনকে টক্কর দেবে আর দেশজমালের গুণগত মান তো আগে থেকেই ঠিকই ছিল। নতুন টেকনিক লাগিয়ে ভারতীয় শিল্প কেবল নিজস্ব ব্যবসাই ফিরে পাচ্ছে না সেই সঙ্গে রপ্তানিও বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এ বছর গত বছরের চেয়ে ২৮% বর্হিবাণিজ্য বেড়েছে।

রোজগারও বেড়েছে

ইস্পাত শিল্প হোক বা দড়ি কম্বল, আতসবাজি কিংবা খেলনা, তালা বা ইলেকট্রিকাল শিল্প—গত ২-৩ বছরে এইসব শিল্প ঠিকঠাক চলায় ভারতে হাজার হাজার রোজগার ফিরে এসেছে। কোনও পরিসংখ্যান নেই কিন্তু দেশজুড়ে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে ৩–৪ বছরে লক্ষ লক্ষ চাকরির দুয়ার খুলে যাবে—এমন সব তথ্য আসছে। কারণ হল দেশে বুনিয়াদী শিল্প বিকশিত হচ্ছে এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেশজুড়ে শিল্পের বিকাশ ঘটছে। এতে স্বাভাবিকভাবে নতুন করে বৃদ্ধি পাচ্ছে রোজগার।

সুরক্ষা ও ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মজবুতী

গত মে মাসে দলাইলামা অসম-অরুণাচলে ৬ দিনের যাত্রায় গিয়েছিলেন। চীন কড়া বিরোধ করা সত্ত্বেও ভারত কোনও ঢিলেমি করেনি এবং ভালভাবেই ত্বাংগ অঞ্চল দক্ষিণ তিব্বতের এই অংশকে চীন নিজের অংশ বলে দাবি করছে।

ভারত দ্বারা CPEC-র বাড়া বিরোধ ও চীনের অতি উৎসাহ সত্ত্বেও OBOR বেজিং সম্মেলনে ভারত অনুপস্থিত থাকায় দুনিয়ায় ভারতের ছবি উজ্জ্বল হয়েছে। (BIMM) বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, মায়নমার, ভুটান মধ্যে সম্পর্ক তৈরী শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তরে শক্ত নেতারূপে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহনের চেষ্টা চালাচ্ছে ভারত। পাকিস্তানকে বাদ দিলে অন্য ছয় SAARC দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিবিড়। গত বছর উড়ি হামলার পর পাকিস্তানে আট শার্কভুক্ত দেশগুলির বৈঠক হবার কথা ছিল। যখন ভারত ঐ সম্মেলনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তখন বাকি দেশগুলিও পাকিস্তান না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পাকিস্তান আলাদা হয়ে গেল। ভারতের জয় হল।

যদিও চীন এশিয়া ও আফ্রিকায় নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করছে। OBOR ইত্যাদি বড় যোজনাসমূহে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু আর্থিক বিশ্লেষকদের মতে প্রয়োজনের বেশী প্রচার চালাচ্ছে। দুনিয়ার দেশ সমূহ চীনের বিনিয়োগ ঠিকঠাক ফেরৎ দেবে না। এতে চীনের নিজের বোঝার চাপে নিজেই ডুবে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। যখন ভারত ৭.৩–৭.৪% বৃদ্ধির দিকে দৌড়োচ্ছে এবং নিজের সিধা কদম ফেলে আগে বেরিয়ে যাবার চিন্তা করছে। প্রসিদ্ধ উদ্যোগপতি তথা আর্থিক চিন্তক রাঘব বহাল একে কচ্ছপ ও খরগোসের গল্পের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ভারতে জনজাগরণ ঃ চীনের ভারতের ওপর আক্রমনের ওপর জনজাগরণ শুরু হয়ে গেছে। গত দীপাবলীতে কেবল চীনা বস্তু বর্জন শুরু হয়নি বরং ধীরে ধীরে এই বর্ষে প্রতিটি চাইনিজ বস্তুর বর্জন শুরু হয়ে গেছে। দেশজুড়ে প্রায় এক কোটী লোক চাইনিজ বয়কট পত্রে হস্তাক্ষর করেছে এবং এর প্রতিক্রিয়া জারী আছে। দেশজুড়ে বৈঠক, আলোচনা ও অন্য কার্যক্রম চলছে। কেবল সোসাল মিডিয়া নয় পরন্তু সব রকম প্রচার মাধ্যমেও এই বিষয় নিয়ে চর্চা হচ্ছে। ৪০০ বেশি জেলা সমূহে জ্ঞাপন করা হয়েছে যে, ভারত সরকারও ভাবছে এই চাইনীজ বস্তু যেনতেন প্রকারে বর্জন করা যায়। বুদ্ধিজীবি লোসেয়া ও চীনের আর্থিক ও সামাজিক বিপদের বিষয়েও নিজেদের মধ্যে চর্চা চালাচ্ছেন—এর মধ্যে শিল্পপতি সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ব্যুরোক্র্যাট, রাজনেতা রাজদূত সবাই সামিল। এই দিপাবলা অবধি ভারতে চাইনিজ বস্তু/কোম্পানীর বিরোধ এক গণ আন্দোলনের রূপ নিতে দেখা যাচ্ছে।

স্বদেশী এক সত্য বিচার ঃ কেবল চীনের সম্পর্কে নয় বিশ্বের যখন বিচারকারি তো আমাদের মনে আসে যে, আমেরিকা হোক, য়ুরোপ হোক বা পুরানো ইংল্যান্ড। রুশ হোক বা বর্তমানের চীনে, পুঁজিবাদী, সাম্যবাদী দুই প্রকার আর্থিক মডেল নিজ নিজ দেশেই বিফল প্রতিপন্ন হয়েছে। অন্ততঃ এই সব দেশে আর্থিক বৈষম্য, বে রোজগারী, পরিবেশ নষ্ট ও শোষন কেবল বিদ্যমানই নয় বরং বেড়েছে। এদের অবস্থা কী হবে? এই চার-পাঁচ অর্থব্যবস্থার মৌলিক দোষ এটাই। অপরিমিত উপভোগ, প্রকৃতিরও বিনাশকারী দৃষ্টিভঙ্গী, মানুষের কেবল ভৌত্তিক ইচ্ছায় পুঁজিকরণ, সরকার তথা তার প্রতিনিধি কোম্পানীর লাভ বাড়ানোর অপরিমিত আগ্রহ সরকারকেই কেবল সমাজের নির্ণায়ক হিসেবে দেখা।

এর দশা কী?

এই সমস্যা সমাধানের উপায় হল ভারতীয় দৃষ্টিকোন। স্বদেশী ও বিকেন্দ্রীকরণ। মানুষ নিয়েই ভাবনা। প্রকৃতিকে দোহন কর, শোষন নয়। সরকার এক প্রধান তত্ত্ব, কিন্তু সর্বেসর্বা নয়।

আজ সময় এসেছে কেবল ভারতকে চীনের চ্যালেঞ্জের যোগ্য জবাব দিতে হবে এমনটা নয় বরং অন্তর্দ্বন্দে ফেঁসে যাওয়া দুনিয়াকে সঠিক পথ দেখিয়ে ভারত বিশ্ব কল্যানের পথ দেখাক। এরজন্য ভারতকেই প্রথমে স্বদেশী দৃষ্টিকোন থেকে আর্থিক বিকাশের এক মডেল তৈরী করতে হবে। মনে হচ্ছে স্বদেশী ভাবনায় বিজয়ের সময় এসে পড়েছে। ভারতেরও সময় আগত। এর গতি ত্বরান্বিত করতে ও স্পষ্ট দিশা নির্মাণে শরীর ও মন একত্রিত করতে হবে। এরই অপেক্ষায় সবাই।

।। ভারত মাতা কী জয়।।

শ্রী সতীশ কুমার

তিন ক্ষেত্র (দিল্লী, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ) সংগঠক ও অখিলভারতীয় সহ বিচার বিভাগ প্রমুখ। রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়, জয়পুর এবং কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনের উপর ওনার দেওয়া ভাষনের কিছু অংশবিশেষ।

প্রঃ ১। বিশ্বের প্রেক্ষাপটে যখন ভূ-মণ্ডলীকরণ তথা মুক্ত বাণিজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে চীনা বস্তুর বিরোধীতা কেন করা হচ্ছে?

উঃ কোনও ভূ-মণ্ডলীকরণ তথা মুক্ত বাণিজ্য আমাদের দেশের উন্নতি করবে না এবং রাষ্ট্রভক্তি থেকে আমাদের নিরস্ত করা যাবে না। আমাদের দেশের উন্নয়ন আমাদের যুবাদের রোজগারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং নিজস্ব ছোট-বড় শিল্পের উন্নতির দ্বারাই তা সম্ভব। চীনের সস্তা মাল আমাদের উদ্যোগকে বিনষ্ট করছে। এজন্য আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পের সম্ভবনা খতম হয়ে তা ট্রেডিং সেক্টরে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং পরিণামে কর্মক্ষেত্র, রোজগার থেকে ভারতীয়রা বেকার হয়ে পড়ছে। আমেরিকার মত মজবুত রাষ্ট্র যে দেশ ভূ-মণ্ডলীরকরনের প্রবক্তা সেই দেশ আজ Be American and hire American-র জিগির তুলছে আর এর থেকে কয়েক কদম আগে গিয়ে বলছে Buy American—এই স্লোগানের মাধ্যমে নিজের দেশে নিজের কোম্পানীগুলির উৎপাদিত সামগ্রী ও পরিষেবা বন্টনের বিষয়ে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এইজন্যই চীনের বস্তুর বিরোধ আমাদের দেশের উন্নতি ও রোজগারের জন্য নিতান্ত আবশ্যক।

প্রঃ ২। সরকার পূর্ণ বহুমত নিয়ে কেন্দ্রে আসীন। এখন সরকার যদি নিয়ম করে চীনা বস্তুর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তো বাজার না পাবার ফলে বাজারে বিক্রি হবে না, তাহলে ক্রেতা খরিদ্দারও মিলবে না। এক্ষেত্রে জনতার বদলে সরকারেরও ওপর নিয়ম তৈরীতে চাপ বাড়ানো হচ্ছে না কেন?

উঃ রাষ্ট্রীয় স্বদেশী সুরক্ষা অভিযান বাণিজ্য করার সময়ে চীন থেকে সাবধান করার জন্য পাঁচটি প্রধান অংশে চাপ বাড়ানোর কাজ করে যাচ্ছে। এগুলি হল—(১) সরকার, (২) নীতি নির্ধারক সংস্থা, (৩) শিল্পজগৎ, (৪) অন্বেষন এবং (৫) উপভোক্তা বা সাধারণ জনতা। এই পাঁচ অংশ চীনের এই বাণিজ্য যুদ্ধে সজাগ থাকা মহত্ত্বপূর্ণ। আমরা সাধারণ জনগনকে জাগ্রত করতে চীনা বস্তু সম্পূর্ণ বর্জন করতে আহ্বান জানাচ্ছি। তাই আমরা স্বয়ং জাগরিত হয়ে (যেখানে সরকারও সামিল) দেশকে জাগরিত করার অভিযানে অংশ নিতে হবে। আমাদের উৎপন্ন সামগ্রী গুনমানে ভাল ও শস্তা হোক এই বিষয়ে শিল্পপতিদের পরিশ্রম করতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবশ্যক নয়া টেকনোলজি, আমাদের বিজ্ঞানীরা পরিশ্রম করতেন, এটাও আবশ্যক, আমরা যদি সবচেয়ে শস্তা ও উত্তম রকেট বানাতে পারি তো মোবাইল বা অন্য বস্তু তৈরী করা কী

এমন ব্যাপার। এই অভিযানের মুখ্য লক্ষ্য হল সবাইকে নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা। এখানে এটা বলা খুব একটা অনুচিত হবে না যে ব্যবসায়িক অনুবন্ধ এব্বং জাতীয় পলিসি তথা ব্যবসায়িক সংগঠন (WTO, BRICS প্রভৃতি) সংস্থায় অংশ হবার জন্য কোনও সরকার পুরোপুরি সোজাসুজি প্রতিবন্ধ লাগাতে পারে না। (যদিও সরকার ষ্টীল, প্লাষ্টিক থেকে প্রস্তুত সামগ্রী, পটকা প্রভৃতি বস্তুর ওপর বহুলাংশে প্রতিবন্ধকতা লাগিয়েছে) তথাপি জোরদার জনতার চাপে সরকারকেও কয়েকবার ঝুঁকতে দেখা গেছে।

প্রঃ ৩। মঞ্চ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লড়ছে। বর্তমানে মুখ্য বিষয়গুলি পিছনে ফেলে চীনের বিষয়ে এত জোর দিচ্ছে কেন?

উঃ স্বদেশী জাগরণ তার প্রারম্ভকাল থেকেই আর্থিক বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছে। এফ.ডি.আইয়ের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, আর্থিক সেবা সমেত তামাম ক্ষেত্রকে বিদেশী কোম্পানীদের হাতে সমর্পণ করা হচ্ছে। জি.এম বাসলের নামে আমাদের কৃষি ক্ষেত্রকে বিদেশী কোম্পানীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমাদের জৈব বিবিধতাকে খতম করে ব্যবসায়িক ষড়যন্ত্র চলছে। স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ জন, জঙ্গল ও জমি সম্বলিত সমগ্র আর্থিক বিষয়ে অগ্রিম সতর্ক বার্তা দিচ্ছে—এতে সরকার যেকোনও দলের হোক না কেন। আর এই প্রয়াস আজও জারি রয়েছে। বিগত দিনে বিল গেটস ফাউণ্ডেশনের গতিবিধির ওপর লাগাম পরানোই হোক বা ষ্টন্ট-এর মূল্য কম করানোর ক্ষেত্রেও মঞ্চের বড় ভূমিকা ছিল। দু বছর আগে যখন ভূমি অধিগ্রহনের বিষয় সামনে এল তখন মঞ্চ রাস্তায় নামতে দ্বিধা করেনি। তথাপি চীন আমাদের বাজার যেভাবে দখল করছে তাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের রোজগার চীন বড়মাত্রায় ছিনিয়ে নিচ্ছে। এই সময়ে সর্বপ্রথম বড় লড়াই চীনের মত ক্ষতিকারক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে করাই আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই জন্যই রাষ্ট্রীয় স্বদেশী সুরক্ষা অভিযানের আবশ্যকতা পড়েছে। আর্থিক স্বতন্ত্রতা, সমৃদ্ধি বিষয়ক লড়াই এক নতুন অভিযানে যেখানে আমাদের সকলের একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়া রাষ্ট্রহিতে পরম আবশ্যক।

প্রঃ ৪। চীনের মাল কেন এত সস্তা? আমাদের শিল্প এত কমদামে কেন মাল বানাতে পারছে না? শেষমেশ এরূপ ভাবাত্মক আবেদন কতদিন কাজ করবে?

উঃ আমাদের মনে রাখতে হবে চীনের সরকার একনায়কতন্ত্রী সরকার। চীনে গণতন্ত্র নেই, ওখানে একদিন সন্ধ্যায় কেবিনেটে কোনও আইন তৈরী

হয়ে পরের দিনই সংসদে পাশ হয়ে যায়। পরের দিন তা দেশে চালু হয়ে যায়। ভারতে বিমুদ্রাকরণ-ই হোক, GST বিল বা অন্য কোনও আইন—নিযুক্তি বিপক্ষ রাজনৈতিক দল তা চালু হতে দেয় না। লোকতন্ত্রে যেমন অনেক সুবিধা রয়েছে তেমন অনেক অসুবিধাও রয়েছে। চীন কিষানের কাছ থেকে সস্তা জমি ছিনিয়ে শিল্পকে সস্তায় দিয়ে দিচ্ছে। ৪–৫% সুদে ব্যাংক থেকে ঋণের সুবিধা করে দিচ্ছে। ভরতুকিযুক্ত বিদ্যুৎও মিলছে। মজুরি ওখানে ভারতের থেকে তো সস্তা ছিলই। চীন পরিবেশ নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবে না। উৎপন্ন মালকে শস্তা রাখতে ক্ষতিকর পদ্ধতি অবলম্বন করছে। আজ বিশ্ব প্রদুষনে চীনের অংশ ২৪ শতাংশ। খেলনার মত বস্তুতে বিষাক্ত রাসায়নিক বা গন্ধদ্রব্য ব্যবহারে চীনের কোন পরোয়া নেই। তবুও ওইসব বস্তুর ব্যবহারিক মাত্রা অধিক রাখছে যাতে উৎপাদিত বস্তু শস্তা হয়। নিশ্চিতরূপে আমাদের উদ্যোগকে কম দামে উৎপাদিত বস্তু তৈরী করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এই অভিযানে তাদেরও সজাগ করতে হবে। কিন্তু এসবের মধ্যে জনতা-ই প্রধান। এটা কেবল আবেগযুক্ত আবেদন নয় বরং আমাদের রাষ্ট্র চরিত্র বানাবার স্থায়ী জাগরনের বিষয়। একে আর্থিক রাষ্ট্রবাদ (Eco-Nationalism) ও বলা যায়। জাপানে Be Japanese, Buy Japanese ওদের স্বভাবগত বিষয়। আমেরিকাতেও দ্রুত এই প্রয়াস চালু হয়েছে। এটা দেশভক্তি তথা স্বদেশী ভাবনা জাগরণ অভিযান। এই আবেদন জারি রাখতেই হবে।

প্রশ্ন ঃ ৫। আমরা এই অভিযানে সহাজ্য কীভাবে করব?

উঃ রাষ্ট্রীয় স্বদেশী অভিযান দেশজুড়ে সঞ্চালিত হচ্ছে। আপনারা এই অভিযানের মাধ্যমে চীনের মাল না কিনে জনতাকে সজাগ করতে পারেন। বিভিন্ন সংস্থা নিজেদের আত্মীয় পরিজন, মঞ্চ, ব্যাপার সংগঠন, বাজারে, স্কুল কলেজে সর্বত্র নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করুন। এই বিষয়ে সম্পর্ক অভিযান শুরু করতে পারেন। নিজের পরিবারের সঙ্গে অন্য লোকের মধ্যেও চীনা বস্তুর বিষম প্রভাব তথা ক্ষতি প্রচার করতে পারেন। স্বাক্ষরের মাধ্যমেও অভিযানে যোগদান করুন। স্যোশাল মিডিয়াকে ব্যবহার করেও এই ভাবনাকে সবলোক নিজ নিজ বন্ধুবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। বিভিন্ন সংস্থা, সার্বজনিক আয়োজন, যুবা-ছাত্র ও মহিলারাও সমগ্র সমাজ চীনা বস্তু ও সেবা বর্জনের আহ্বানের মাধ্যমে এই অভিযানকে সফল রূপ দিতে পারেন। স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের স্থানীয় কার্য্যকর্ত্তাদের সঙ্গে মিলেও অভিযানের সহযোগী হতে পারেন।

আজ আমেরিকায় Buy American, Hire American—এই আন্দোলন সেদেশে জোরদার হয়ে উঠেছে। ব্রেক্সিটের পরে ইংল্যাণ্ড তার লোকজনদের সুরক্ষায় বিদেশীদের বহিষ্কার করছে। অস্ট্রেলিয়াও এমন কিছু করছে। চীন তো নিজেদের দেশের বাজার মজবুত করছে।

আমাদের তাই কেবলমাত্র স্বদেশী জিনিষ প্রয়োগ করা উচিত। আমাদের দেশজ বস্তু যদি কম গুনসম্পন্ন হয় বা একটু মহার্ঘ্য হয় তবুও আমাদের যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান সুরক্ষিত করতে স্বদেশী জিনিষ কিনুন।

চীনের বিশেষ বিরোধ কেন ?

ভারত ও চীন দুদেশই পরমাণু শক্তিধর দেশ বলে সরাসরি খোলা যুদ্ধের সম্ভাবনা কম। আজ যে যুদ্ধ সে যুদ্ধ হল বাণিজ্য যুদ্ধ। এতে সেনা নয়, এতে আম জনতাকে লড়তে হবে এবং এর হাতিয়ার হল—বহিষ্কার। এই তত্ত্ব ছিল গান্ধীজীর নিজস্ব। যার আহ্বান করেছিলেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং রাষ্ট্রঋষি দত্তোপন্থ ঠেংড়ীজী।

আজ রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে চীন সীমান্তে ভারতকে যত হয়রানি করছে অত হয়রানি কিন্তু অন্য কোনও দেশ করছে না। তবুও বাণীজ্যে চীনের থেকে ঘাটতি হল সর্বাধিক ৪১ শতাংশ।

চীনের প্রধান ব্র্যান্ড ও সেবা

আজ আমাদের শপথ নেবার সময় হয়েছে যে, আমরা কোনও বস্তুর ব্যবহারে বঞ্চিত হলেও চীনে উৎপাদিত বস্তু কিনব না। সমাজে অভিযান চালিয়ে বলতে হবে কেউ যেন চীনের বস্তু না কেনে। বর্তমানে চীন কিছু কিছু সামগ্রী এদেশে তৈরী করছে। এজন্য ওদের মেড ইন ইন্ডিয়া লিখতে বাধ্য হচ্ছে। এজন্য চীনা ব্রাণ্ড চিনতে কিছু চীনা জিনিস ও মোবাইল ফোনের ব্রান্ড এখানে দেওয়া হচ্ছে—লেনোভো, ওপো, হোয়াই, জিওমি, এম.আই.ফোর, অ্যালকা টেল, অ্যামোয়ি, বি.বি.কে, কুলপ্যাড, কিউবোর্ড, জি-ফাইভ, জিওনি, হেয়ার, হাইসেন্স, কোনকা, মোটো, জেড.টি.ই, লিই. কো, মাইজু, ওয়ান প্লাস, কুইহো, কুইকিউ, নিংবো, বার্ড, স্মাটিসান, টেকনোলাজি হ্যাফলাইফ, ভিভো, ভিসুন, ওয়াসামা, জো পো মোবাইল, জুক মোবাইল। এই সকল ব্রান্ড এবং অন্য চীনা উৎপাদন বর্জন করা দরকার।



চলো রামলীলা ময়দান

চীনের বিরুদ্ধে বিরাট সম্মেলন ২৯ অক্টোবর, ২০১৭

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ

৪২ নং কালিকৃষ্ণ টেগোর স্ট্রীট, কলকাতা—৭০০০০৭

ফোন নং ঃ ৭২৭৮১৬২১২৯, ৮২৪০৩৪৮৭৪২, ৯৮৩০৯৬১২৩৭

website : www.swadeshionline.in

মূল্য ঃ ১২ টাকা মাত্র